শ্রী রূপ-সনাতনের রামকেলি লীলা

প্রকাশক ঃ শ্রী কিশোরী দাস বাবাজী

।। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্ ।।

।। শ্রীরূপ-সনাতনের রামকেলি লীলা ।।

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

বৈষ্ণব রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট্ হইতে —

কিশোরী দাস বাবাজী

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত

শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম

জগদ্গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট, শ্রীচৈতন্যডোবা

পোঃ— হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।

দূরভাষঃ (০৩৩) ২৫৮৫-০৭৭৫ /

০৯৬৮১৭০৪৮০১ / ৯১৪৩১২৮৯৭৭

১৪১৭ বঙ্গাব্দ (ইং : ২০১০)

ভিক্ষা — কুড়ি টাকা।

—ঃ মুদ্রণ সম্পূর্ণ ঃ—

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থখানি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্র শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী (নরহরি দাস) বিরচিত বৈষ্ণব ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। ইহাতে শ্রীগৌর - নিতাই - সীতানাথের প্রকাশ মূর্ত্তি শ্রীনিবাস - নরোত্তম - শ্যামানন্দের লীলা কাহিনীসহ প্রভূত শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদবর্গের বংশ পরিচিত ও লীলা কাহিনী, শ্রীনিতাই - গৌর - সীতানাথের জন্মলীলাদি বিষয়ক পদাবলী, শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীবিগ্রহগণের প্রকট রহস্য ও প্রভুর ঐতিহাসিক তথ্য সন্নিবেশিত রহিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রকট লীলার সঙ্গী ও শ্রীনিবাস - নরোত্তম - শ্যামানন্দের পার্ষদবর্গের মহিমারাশি সুচারুরূপে বর্ণিত রহিয়াছে। তৎসঙ্গে শ্রীধাম নবদ্বীপ ও শ্রীধাম বৃন্দাবনের বিভিন্ন লীলাভূমির মহিমা বর্ণনসহ পরিক্রমার পথনির্দ্দেশ পরিস্ফুট রহিয়াছে।

।। সম্পাদকীয় ।।

বৃন্দাবনীয়াং রসকেলিবার্ত্তা,
কালেন লুপ্তাং নিজশোক্তি মুৎকঃ।
সঞ্চার্য্য রূপে ব্যতনোৎ পুনঃ সঃ,
প্রভুর্বিধৌ প্রাগিব লোকসৃষ্টিম।। ১ ।।

নানাশাস্ত্র বিচারনৈক নিপুণৌ সদ্ধর্ম সংস্থাপকৌ,
লোকানাং হিতকারিনৌ ত্রিভুবনে মান্যৌ শরণ্যাকরৌ।
রাধাকৃষ্ণ পদারবিন্দ ভজনানন্দেন মত্তালিকৌ,
বন্দে রূপ সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব গোপালকৌ।।

ঈশ্বর যেমন বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব্বে বিধাতায় শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যও তেমনি উৎকণ্ঠিত হয়ে বৃন্দাবনের হারিয়ে যাওয়া রসলীলার কথা আবার জাগিয়ে তোলার জন্যে শ্রীরূপ গোস্বামীতে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন।

শ্রীরূপ - সনাতনাদি গোস্বামীগণ নানাশাস্ত্র বিচার করে শ্রীরাধাগোবিন্দের শাস্ত্রীয় ভজন পদ্ধতি জনমানসে প্রতিভাত করেন।

সেই পরম করুণাময় শ্রীরূপ - সনাতনের লীলাভূমি রামকেলির মহিমা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গসুন্দরের অহৈতুকী করুণায় "শ্রীরূপ - সনাতনের রামকেলি লীলা" নামক গ্রন্থখানি প্রণীত হইল। "রামকেলি" গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের একটি মহামহিম তীর্থ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদস্পর্শে শ্রীরূপ, সনাতন, অনুপম, শ্রীজীব গোস্বামীর মহিমত্বে, প্রভু নিত্যানন্দের পুত্র প্রভু বীরচন্দ্রের অপ্রাকৃত মহামহোৎসব লীলার প্রেমবৈচিত্র্যে ও অদ্বৈত প্রভুর পত্নী সীতাঠাকুরানীর শিষ্য জঙ্গলীর অপার্থিব লীলায় রামকেলি মহামহিম তীর্থরূপ পরিগ্রহ করিয়া চির গৌরবান্বিত হইয়া রহিয়াছে। জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে রামকেলির মেলার বৃহত্তর সমাবেশ পূর্ব গৌরাঙ্গ পার্ষদবর্গের মহিমার ঐতিহ্য ধারণ করিয়া রহিয়াছে। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীমদনমোহন মন্দিরের পূর্ব্বদিকে শ্যামকুণ্ড, তৎপার্শ্বে রাধাকুণ্ড, পশ্চিমদিকে চিত্রাকুণ্ড, রাধাকুণ্ডের বিপরীত দিকে রঙ্গদেবীর কুণ্ড। চিত্রাকুণ্ডের পাশেই ললিতাকুণ্ড, তারপর বিশাখাকুণ্ড, চিত্রলেখাকুণ্ড, সুদেবীকুণ্ড — এই অষ্ট সখীর কুণ্ড আজও বর্ত্তমান থাকিয়া শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর প্রেমানুরাগের ঐতিহ্য বহন করিতেছে। ইহা ভিন্ন শ্রীমন্মহাপ্রভুর

উপবীষ্ট স্থান তমাল বৃক্ষ, রূপসাগর প্রভৃতি আধ্যাত্মিক কৃষ্টি বিজড়িত মহামহিম স্থানগুলি মহাতীর্থ রামকেলির মহিমত্বকে চির গৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থে রামকেলি গ্রামে শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীরূপ - সনাতন, শ্রীজীব গোস্বামী এবং প্রভু বীরচন্দ্র ও জঙ্গলীর লীলা কাহিনী বর্ণন করা হইয়াছে। সুধী ভক্তমণ্ডলী আলোচ্য গ্রন্থখানি আস্বাদন করিয়া মহামহিম তীর্থ রামকেলির মহিমা উপলব্ধি করিলে কৃতার্থ হইব।

প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখ্য যে, শ্রীরূপ- সনাতনের লীলাভূমি শ্রীপাট রামকেলি। আর শ্রীরূপ - সনাতনই শ্রীগৌরাঙ্গের প্রবর্ত্তিত শুদ্ধা ভক্তিধর্ম্মের পুরোধা পুরুষ, যাহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে উপদেশ নির্দ্দেশে অখিল শাস্ত্র মন্থন করিয়া শুদ্ধা ভক্তিধর্ম্মের আচার-আচরণ সাধন, ভজনের নিগূঢ় রহস্য জন-মানসে প্রতিভাত করিবার জন্য প্রভূত ভক্তিশাস্ত্র প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁদের লীলাভূমিতে তাঁহাদের ভাবাদর্শের প্রতিকূল প্রভাব বড়ই পরিতাপের বিষয়। শ্রীগৌর প্রেমানুরাগী সর্ব্বশ্রেণীর ভক্তমণ্ডলীর সমীপে সানুনয় অনুরোধ আপনারা শ্রীরূপ-সনাতনের ভাবানুরাগের অনুশীলন করুন তাঁহাদের বিরচিত গ্রন্থাবলী পাঠ করুন। তাঁদের ভাবাদর্শের পর্য্যালোচনা করিয়া শুদ্ধ ভক্তি পথে পরিচালিত হইয়া শ্রীগৌর সুন্দরের কৃপা লাভে ধন্য হউন তৎসঙ্গে ভক্তি ও ভজনের তাৎপর্য্য সম্যক উপলব্ধি করিয়া শ্রীগৌর - গোবিন্দ ভজনে নিরত থাকুন।

নিবেদক —
দীন
কিশোরী দাস

শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি মন্দির
জগদ্গুরু শ্রীশ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট
শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ — হালিসহর,
উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ। পিন - ৭৪৩১৩৪
দূরভাষ — (০৩৩) ২৫৮৫-০৭৭৫

।।শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্ ।।

শ্রীরূপ-সনাতনের রামকেলি লীলা

গ্রন্থারম্ভঃ

মহাতীর্থ রামকেলি মালদহ জেলায় অবস্থিত। মালদহ স্টেশন হইতে রিক্সায় রথবাড়ী মোড়, তথা হইতে বাস বা ট্রেকারে রামকেলি যাওয়া যায়। এখানে শ্রীরূপ-সনাতন গোস্বামীর লীলাভূমি।

শ্রীরূপ-সনাতন গোস্বামীর বংশ পরিচয় এইরূপ —

শ্রীলঘুতোষণী গ্রন্থে শ্রীজীব গোস্বামীপাদ আপনার বংশ পরিচয় বর্ণন করিয়াছেন। তাহা হইতে সংগ্রহ করিয়া শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের প্রথম তরঙ্গে বিস্তারিত ভাবে বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীসর্ব্বজ্ঞ জগদ্গুরুর নাম বিপ্ররাজ।
মহাপূজ্য যজুর্বেদী গোত্র ভরদ্বাজ।।
সর্ববেদে অধ্যাপক মহাপরাক্রম।
কর্ণাট দেশেতে রাজা নাহি যাঁর সম।।
সর্ব্ব মহীপতি সদাপূজয়ে যাঁহারে।
যৈছে লক্ষ্মীবন্ত তাহা কে কহিতে পারে।।
তাঁর পুত্র অনিরুদ্ধদেব ইন্দ্র সম।
চন্দ্রেও করয়ে স্পর্দ্ধা যশঃ সর্ব্বোত্তম।।
মহীপতি পূজিত বেদজ্ঞ লক্ষ্মীবান।
পৃথিবীতে বিখ্যাত মহিষীদ্বয় তান।।
রূপেশ্বর হরিহর নামে পুত্রদ্বয়।
বহুগুণ সর্ব্বত্র বিদিত অতিশয়।।
শাস্ত্রে বিচক্ষণ জ্যেষ্ঠপুত্র রূপেশ্বর।
শাস্ত্রে মহাপ্রবীণ কনিষ্ঠ হরিহর।।
বিবাহ করিয়া দোঁহে দিয়া রাজ্যভার।
শ্রীকৃষ্ণের ধাম প্রাপ্তি হৈল পিতার।।
কতদিন পরে লোক সঙ্ঘট্য করিয়া।
লইল জ্যেষ্ঠের রাজ্য কনিষ্ঠ হইয়া।।

রাজ্য গেল রূপেশ্বর পত্নীর সহিতে।
অষ্ট অশ্বেযুক্ত আইলা পৌলস্ত্য দেশেতে।।
শিখরেশ্বর সখ্য তাতে সুখ পাই।
রূপেশ্বর দেব বাস করিলা তথাই।।
শ্রীরূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ নাম।
পরম সুন্দর সর্ব্বগুণে অনুপাম।।
অঙ্গ সহ চতুর্ব্বেদাদিক অধ্যয়নে।
পরম অপূর্ব্ব যশ বিদিত ভুবনে।।
কি অপূর্ব পদ্মনাভ দেবের চরিত।
শ্রীজগন্নাথের প্রেমে সদা উল্লসিত।।
পদ্মনাভ নৃপ সে শিখর ভূমি হৈতে।
আইলেন গঙ্গাতীরে বাস স্পৃহা চিতে।।
নবহট্ট গ্রামে বাস কৈল মহাশয়।
নৈহাটী নাম যার সর্বলোকে কয়।।

তথা পদ্মনাভ দেব মহাহর্ষ চিতে। শ্রীপুরুষোত্তম মূর্ত্তি পূজয়ে যত্নেতে।।
করি যজ্ঞ উৎসব পরমানন্দ হৈল। অষ্টাদশ কন্যা পঞ্চপুত্র জন্মাইল।।
শ্রীপুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ। মুরারি, মুকুন্দ এই পুত্র পঞ্চজন।।

পুরুষোত্তম জ্যেষ্ঠ সর্ব কনিষ্ঠ মুকুন্দ।
সর্ব্বাংশে প্রবীণ সর্বোত্তম গুণ বৃন্দ।।

শ্রীমুকুন্দ দেবের নন্দন শ্রীকুমার। বিপ্রকুল প্রদীপ পরম শুদ্ধাচার।।
সদা যজ্ঞাদিক ক্রিয়া নিভৃতে করয়। কদাচার জন স্পর্শে অতি ভীত হয়।।
যদি অকস্মাৎ কভু দেখয়ে যবন। করে প্রায়শ্চিত্ত অন্ন না করে গ্রহণ।।
জ্ঞাতি বর্গ হইতে উদ্বেগ হৈল মনে। ছাড়িলেন নবহট্ট গ্রাম সেই ক্ষণে।।

নিজগণ সহ বঙ্গদেশে শীঘ্র গেলা।
বাকলা চন্দ্রদ্বীপ গ্রামেতে বাস কৈলা।।
যশোরে ফতেয়াবাদ নামে গ্রাম হয়।
গতায়াত হেতু তথা করিল আলয়।।

কুমারদেবের হৈল অনেক সন্তান। তার মধ্যে তিন পুত্র বৈষ্ণবের প্রাণ।।
সনাতন, রূপ, বল্লভ এই ত্রয়। স্বগোত্র অন্যত্র যে অর্চিত অতিশয়।।

সনাতন-রূপ-শ্রীবল্লভ ভক্তভূপ। সর্বজ্যেষ্ঠ সনাতন অনুজ শ্রীরূপ।।
সবার অনুজ শ্রীবল্লভ প্রেমময়। শ্রীজীব গোস্বামী হন তাঁহার তনয়।।

বংশ পরম্পরা ঃ সর্বজ্ঞ - অনিরুদ্ধ - (রূপেশ্বর, হরিহর) - রূপেশ্বর - পদ্মনাভ - (পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি, মুকুন্দ) মুকুন্দদেব - কুমারদেবের পুত্র শ্রীরূপ - সনাতন - বল্লভ। শ্রীবল্লভের পুত্র — শ্রীজীব গোস্বামী।

শ্রীরূপ - সনাতনের শ্রীগুরু পরিচয় বিষয়ে অনুরাগবল্লী গ্রন্থের বর্ণন —

শ্রীসনাতন কৈল দশম টিপ্পনি।
তাঁর মঙ্গলাচরণে এই মত বাণী।।
বিদ্যাবাচস্পতি নিজগুরু করিলেখে।
ভট্টাচার্য্যং সার্বভৌমং বিদ্যাবাচস্পতীন্ গুরূন্।
বন্দে বিদ্যাভূষণঞ্চ গৌড়দেশ বিভূষণম্।।
বন্দে শ্রীপরমানন্দং ভট্টাচার্য্যং রসপ্রিয়ং।
রামভদ্রং তথা বাণী বিলাসং চোপদেশকম্।।
তথাহি — ভক্তিরত্নাকরে — ১ম তরঙ্গে —
শ্রীসনাতনের গুরু বিদ্যাবাচস্পতি।
মধ্যে মধ্যে রামকেলি গ্রামে তাঁর স্থিতি।।

শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর সহিত তৎশিষ্য শ্রীনাথ পণ্ডিত সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীরূপ সনাতন বিষয়ে শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গল গ্রন্থের চতুর্থ অবস্থার বর্ণন —

প্রথমে রাজা কৈল বহুত যতন।
গৌড়াধীশ হারিল করিয়া যে রণ।।
পিছে সব ভূঁয়্যাকে যে হাত করি।
মারিল রাজার সব শহর নগরী।।
কুমারদেব পরলোক বড় যুদ্ধ করি।
তিন পুত্র কুটুম্ব গেল দেশ দেশ ফিরি।।
আমার ঘরেতে ছিল সনাতন রূপ।
বল্লভ রহিয়াছে পর্ব্বত মহাভূপ।।

* * * * *

শ্রীনাথ কহেন, আমি তাঁর পুরোহিত।
দুইটি বালক হয় বড়ই অদ্ভূত।।
শাস্ত্র অলঙ্কার বাক্য বেদান্ত ভাগবত।
আমি পড়াইল দোঁহাকে বাক্য যে বহুত।।
কৃষ্ণমন্ত্র দিলাম দোঁহাকে গঙ্গাতীরে।
ভক্তিশাস্ত্র দেখাইল সব ধীরে ধীরে।।
শ্রীবল্লভ কুটুম্ব মিলিল আসি তথা।
রাজ্য গেল এহি মতে তাহারা ছিলা আমার এথা।।
এবে গৌড় অধিপতি সদয় হইয়া।
যতন করিয়া নিল তার দুই ভাইয়া।।
অল্পকালে দুঁহে হয় মন্ত্রী প্রধান।
কার্য্য করি দেখায় তবে নিত্য নবীন।।

রামকেলি গ্রামে রূপ - সনাতনের অবস্থিতি বিষয়ে ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের প্রথম তরঙ্গের বর্ণন —

সনাতন - রূপ মহামন্ত্রী সবংশেতে।
শুনিলেন রাজা শিষ্ট লোকের মুখেতে।।
গৌড়ের রাজা যবন অনেক অধিকার।
সনাতন - রূপে আনি দিল রাজ্য ভার।।
ম্লেচ্ছ ভয়ে বিষয় করিল অঙ্গীকার।
এ দুই প্রভাবে রাজ্য বৃদ্ধি হৈল তাঁর।।
রাজা হর্ষ দিল রাজ্য পৃথক করিয়া।
রাজ্য ভোগ করয়ে কিঞ্চিৎ কর দিয়া।।
গৌড়ে রামকেলি গ্রামে করিলেন বাস।
ঐশ্চর্য্যের সীমা অতি অদ্ভুত বিলাস।।
ইন্দ্রসম সনাতন-রূপের সভাতে।
আইসে শাস্ত্রজ্ঞগণ নানা দেশ হৈতে।।
গায়ক বাদক নর্ত্তকাদি কবিগণ।
সর্ব দেশী সকলে নিযুক্ত সর্ব্বক্ষণ।।

নিরন্তর করেন অনেক অর্থ ব্যয়।
কোনরূপে কারু অসম্মান নাহি হয়।।
সদাসর্ব্বশাস্ত্র চর্চা করে দুইজন।
অনায়াসে করে দোঁহে খণ্ডন স্থাপন।।
ন্যায় সূত্র ব্যাখ্যা নিজকৃত যে করয়।
সনাতন - রূপ শুনিলে সে দৃঢ় হয়।।
ঐছে সবে সর্ব প্রকারেতে দৃঢ় হঞা।
সনাতন - রূপ গুণ গায় সুখ পাঞা।।
সর্ব্বত্র ব্যাপিল এ দোঁহার গুণগান।
কর্নাট দেশাদি হৈতে আইল বিপ্রগণ।।
সনাতন - রূপ নিজ দেশস্থ ব্রাহ্মণে।
বাসস্থান দিলা সবে গঙ্গা সন্নিধানে।।
ভট্ট গোষ্ঠী বাসে ভট্টবাটী নামে গ্রাম।
সকলে শাস্ত্রজ্ঞ সর্বমতে অনুপম।।
রামকেলি গ্রামে সে সকল বিপ্র লৈয়া।
ব্যবহার কার্য্য সব সাধে হর্ষ হৈয়া।।

শ্রীরূপ - সনাতন ও বল্লভ গৌড়-রাজ হোসেন শাহের অমাত্য হইয়া রামকেলিতে পদার্পণ করেন। সহসা একদিন অত্যদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করিয়া বিচলিত হন। স্বপ্নে যেই বিপ্র তাহাকে শ্রীমদ্ভাগবত অর্পণ করিয়াছিলেন, প্রাতে সেই বিপ্র সাক্ষাতে আসিয়া শ্রীমদ্ভাগবত অর্পণ করিলেন। তদবধি সনাতনের ভাবোচ্ছ্বাস ঘটিল।

তথাহি — ভক্তিরত্নাকরে — ১ম তরঙ্গে —

তদবধি সনাতন প্রেমযুক্ত মন।
শাস্ত্র চর্চ্চা আরম্ভিল করিয়া যতন।।
গায়ক বাদক নর্ত্তকারি আদিগণ।
সর্ব্বদেশ হইতে তথা করে আগমন।।
কর্নাট হইতে যত ব্রাহ্মণ আসিল।
ভট্টবাটী গ্রামে সর্ব্বজনে স্থান দিল।।

এই ভট্টাচার্য্যগণের নামে নাম হৈল।
সবাসহ সনাতন আনন্দে মাতিল।।
দেবদ্বিজ বৈষ্ণবেতে শ্রদ্ধাযুক্ত হন।
নিভৃতে করিল গুপ্ত বৃন্দাবন রচন।।
কদম্ব কানন শ্যামকুণ্ড স্থাপিল।
বৃন্দাবন লীলা স্মরি প্রেমেতে মাতিল।।
মদনমোহন বিগ্রহ করয়ে সেবন।
হেরিতে গৌরাঙ্গলীলা উৎকণ্ঠিত মন।।

এইভাবে সনাতন রামকেলিতে অবস্থান করিতেছেন। সহসা সপার্ষদে শ্রীগৌরসুন্দর রামকেলিতে আগমন করিলেন।

— —

শ্রীগৌরাঙ্গের রামকেলিতে আগমন

শ্রীগৌরাঙ্গদেব নীলাচল হইতে গৌড়পথে বৃন্দাবন যাত্রা উপলক্ষ্যে ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়াদশমী তিথিতে রওনা হইয়া ভুবনেশ্বর, কটক, যাজপুর, ওড্রদেশ, পানিহাটী, কুমারহট্ট, কুলিয়াদি হইয়া রামকেলি গ্রামে পদার্পণ করেন।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে অন্তখণ্ডে ৪র্থ অধ্যায় —

গঙ্গা তীরে তীরে প্রভু লইলেন পথ।
স্নানে পানে পুরান গঙ্গার মনোরথ।।
গৌড়ের নিকটে গঙ্গা তীরে এক গ্রাম।
ব্রাহ্মণ সমাজ তার রামকেলি নাম।।
দিন চারি পাঁচ প্রভু সেই পুণ্য স্থানে।
আসিয়া রহিলা যেন কেহ নাহি জানে।।
সূর্য্যের উদয় কি কখন গোপ্য হয়।
সর্ব্ব লোক শুনিলেন চৈতন্য বিজয়।।

অগণিত আবাল - বৃদ্ধ - বণিতা প্রভুর দর্শনে আগমন করিতে লাগিল। প্রভুর নৃত্য - গীত - হুঙ্কারে রামকেলি গ্রাম উত্তাল হইয়া উঠিল। অগণিত লোকের আগমনে ও উচ্চ সংকীর্ত্তনে রামকেলির চতুর্দ্দিক মুখরিত হইল। এদিকে নবাবের কতোয়াল নবাবের সমীপে শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ-গুণ-মাধুর্য্য তৎসঙ্গে জন সংঘটের কাহিনী নবাবকে নিবেদন করিল। নবাব প্রারম্ভে কেশব খানকে জিজ্ঞাসা করিলে কেশব খান বেশী গুরুত্ব দিলেন না। কেশব খান অন্তরে ভাবিলেন হিন্দু বিদ্বেষী রাজা হয়ত প্রভুর কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তাই বলিলেন ভিক্ষুক সন্ন্যাসী সঙ্গে দু-চার জন লোক। এই কথা শুনিয়া নবাব বলিতে লাগিলেন। তথাহি — তত্রৈব —

কে বলে গোসাঞি এক ভিক্ষুক সন্ন্যাসী।
দেশান্তরী গরীব বৃক্ষের তলবাসী।।
রাজা বলে গরীব না বল কভু তানে।
মহাদোষ হয় ইহা শুনিলে শ্রবণে।।
হিন্দু যারে বলে কৃষ্ণ খোদায় যবনে।
সেই তিঁহ নিশ্চয় জানিহ সর্ব্বজনে।।

আমার রাজ্যে সকলে আমার আজ্ঞা পালন করে। আর তাঁহার আজ্ঞা সর্ব দেশবাসী শিরে ধারণ করে। আমার রাজ্যে আমাকে কত মন্দ বাক্য বলে, আর তাঁহাকে সকলে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করে। ফলে তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তাঁহার প্রতি কোন উপদ্রব কেহ করিবে না।

রাজা বলে এই মুই বলি যে সবারে।
কেহ যদি উপদ্রব করয়ে তাহারে।।
যেখানে তাহার ইচ্ছা থাকুন সেখানে।
আপনার শাস্ত্র মত করুন বিধানে।।
সর্ব্বলোক লই সুখে করুন কীর্ত্তন।
বিরলে থাকুন কিবা যেন লয় মন।।
কাজি বা কোটাল কিবা হউ কোন জন।
কিছু বলিলেই তার লইব জীবন।।
এই আজ্ঞা করি রাজা গেলা অভ্যন্তর।।

এইভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত প্রেম লীলাবৈভব হোসেন শাহের ভাবান্তর ঘটাইল, সেই সময় শ্রীরূপ-সনাতন নিজেদের ভববন্ধন মোচনের জন্য গোপনে হিন্দুবেশে সন্ধ্যাকালে প্রভুর সহিত মিলন করিলেন।

তথাহি — শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্য লীলা ১৬ পরিচ্ছেদ —

কষ্ট সৃষ্টে করি গেলাম রামকেলি গ্রাম।
আমার ঠাঁই আইলা রূপ - সনাতন নাম।।
দুইভাই ভক্তরাজ কৃষ্ণ কৃপাপাত্র।
ব্যবহারে রাজমন্ত্রী হয় রাজপাত্র।।
বিদ্যা - ভক্তি - বুদ্ধিবলে পরম প্রবীণ।
তবু আপনাকে মানে তৃণ হৈতে হীন।।
তাঁর দৈন্য দেখি শুনি পাষাণ বিদরে।
আমি তুষ্ট হঞা তবে কহিল দোঁহারে।।
উত্তম হঞা হীন করি মান আপনারে।
অচিরে করিবে কৃষ্ণ তোমারে উদ্ধারে।।

শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাশীষ পাইয়া শ্রীরূপ - সনাতন সংসার ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

তথাহি — শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্যখণ্ডে ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ —

শ্রীরূপ - সনাতন রামকেলি গ্রামে।
প্রভুকে মেলিয়া গেলা আপন ভবনে।।
দুইভাই বিষয় ত্যাগের উপায় সৃজিল।
বহুধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণ বরিল।।
কৃষ্ণ মন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চরণ।
অচিরাতে পাইবারে চৈতন্য চরণ।।
শ্রীরূপ গোসাঞি তবে নৌকাতে ভরিয়া।
আপনার ঘরে আইলা বহুধন লঞা।।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দিল তার অর্দ্ধ ধনে।
এক চৌঠি ধন দিল কুটুম্ব ভরণে।।

দণ্ড বন্ধ লাগি চৌঠি সঞ্চয় করিল।
ভাল ভাল বিপ্রস্থানে স্থাপ্য রাখিল।।
গৌড়ে রাখিল মুদ্রা দশ হাজারে।
সনাতন ব্যয় করে রহে মুদি ঘরে।।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পথে প্রয়াগে পৌঁছিলে শ্রীরূপ গোস্বামী কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপমকে সঙ্গে লইয়া গৃহত্যাগ করতঃ প্রয়াগে প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। প্রভু দশ দিন সঙ্গে রাখিয়া শিক্ষা প্রদান করতঃ বৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন।

এদিকে সনাতন গোস্বামী গৃহত্যাগের জন্য প্রস্তুতি পর্ব্বের সূচনা করিলেন।

তথাহি — তত্রৈব —

এথা সনাতন গোসাঞি ভাবে মনে মন।
রাজা মোরে প্রীতি করে সে মোর বন্ধন।।
কোনমতে রাজা যদি মোরে ক্রুদ্ধ হয়।
তবে অব্যাহতি হয় করিল নিশ্চয়।।
অস্বাস্থ্যের ছদ্ম করি রহে নিজ ঘরে।
রাজকার্য্য ছাড়িল না যায় রাজদ্বারে।।
লোভী কায়স্থগণ রাজকার্য্য করে।
আপনি স্বগৃহে করে শাস্ত্রের বিচারে।।
ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিশ ত্রিশ লয়া।
ভাগবত বিচার করে সভাতে বসিয়া।।
আর দিন গৌড়েশ্বর সঙ্গে একজন।
আচম্বিতে গোঁসাঞি সভাতে কৈল আগমন।।
পাতসা দেখিয়া সভে সম্ভ্রমে উঠিলা।
সম্ভ্রমে আসন দিয়া রাজা বসাইলা।।
রাজা কহে তোমার স্থানে বৈদ্য পাঠাইল।
বৈদ্য কহে ব্যাধি নাহি সুস্থ যে দেখিল।।
আমার যে কিছু কার্য্য সব তোমা লঞা।
কার্য্য ছাড়ি রহিলা তুমি ঘরেতে বসিয়া।।

মোর যত কাজ কাম সব কৈলে নাশ।
কি তোমার হৃদয়ে আছে কহ মোর পাশ।।
সনাতন কহে নহে আমা হৈতে কাম।
আর এক জন দিয়া কর সমাধান।।
তবে ক্রুদ্ধ হঞা রাজা কহে আর বার।
তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার।।
জীব পশু মারি সব চাকলা কৈল খাশ।
এথা তুমি কৈলে মোর সব কার্য্য নাশ।।
সনাতন কহে তুমি স্বতন্ত্র গৌড়েশ্বর।
যেই যেই দোষ করে দেহ তার ফল।।
এত শুনি গৌড়েশ্বর উঠি ঘরে গেলা।
পালাইবে বলি সনাতনেরে বান্ধিলা।।

এদিকে শ্রীরূপ গোস্বামী সংসার ত্যাগ করিয়া যাওয়ার সময় সনাতনের বন্ধন মোচনের পথনির্দ্দেশ করিলেন।

তথাহি — তত্রৈব —

তবে তাঁরে বান্ধি রাখি করিলা গমন।
এথা নীলাচল হৈতে প্রভু চলিলা বৃন্দাবন।।
তবে সেই দুইচর শ্রীরূপ ঠাঁই আইলা।
বৃন্দাবন চলিলা প্রভু আসিয়া কহিলা।।
শুনি শ্রীরূপ লিখিল সনাতন ঠাঞি।
বৃন্দাবনে চলিলা শ্রীচৈতন্য গোঁসাঞি।।
আমি দুই ভাই চলিলাম তাঁহারে মিলিতে।
তুমি যৈছে তৈছে ছুটি আইস তাঁহা হৈতে।।
দশ সহস্র মুদ্রা তথা আছে মুদি স্থানে।
তাহা দিয়া কর শীঘ্র আত্ম বিমোচনে।।
যৈছে তৈছে ছুটি তুমি আইস বৃন্দাবন।
এত লিখি দুই ভাই করিলা গমন।।

শ্রীসনাতন বন্দিশালে থাকিয়াই শ্রীরূপের পত্রী পাইলেন।

পত্রী পাইয়া বন্ধন মুক্ত হইবার জন্য সচেষ্ট হইলেন।

তথাহি — বিংশ পরিচ্ছেদ —

পত্রী পাঞা সনাতন আনন্দিত হৈলা।
যবন রক্ষক পাশ কহিতে লাগিলা।।
তুমি এক জিন্দা পীর মহা ভাগ্যবান।
কেতাব কোরান শাস্ত্রে আছে তোমার জ্ঞান।।
এক বন্দী ছাড়ে যদি নিজ ধন দিয়া।
সংসার হৈতে তারে মুক্ত করেন গোঁসাঞা।।
পূর্বে আমি তোমার করিয়াছি উপকার।
তুমি আমা ছাড়ি কর প্রত্যুপকার।।
পাঁচ সহস্র মুদ্রা দিব কর অঙ্গীকার।
পুণ্য অর্থ দুই লাভ হইবে তোমার।।

যবন রক্ষক রাজ ভয়ের কথা বলিলে সনাতন বলিলেন রাজা দক্ষিণ দেশে গিয়াছে। রাজা বলিলে তুমি বলিবে যে বাহ্যকৃত্যে গঙ্গার নিকটে গিয়াছিল। সে সময় গঙ্গা দেখিয়া ঝাঁপ প্রদান করে।

তথাহি — তত্রৈব —

তাহাকে কহিও সেই বাহ্যকৃত্যে গেল।
গঙ্গার নিকট গঙ্গা দেখি ঝাঁপ দিল।।
অনেক দেখিল তার লাগি না পাইল।
দাঁড়ুকা সহিতে ডুবি কাঁহা বহি গেল।।
কিছু ডর নাহি আমি এ দেশে না রব।
দরবেশে হঞা আমি মক্কায় যাইব।।
তথাপি যবন মন প্রসন্ন না দেখিল।
পাঁচ হাজার মুদ্রা তার আগে রাশি কৈল।।
লোভ হইল যবনের মুদ্রা দেখিয়া।
রাত্রে গঙ্গা পার কৈলা দাঁড়ুকা কাটিয়া।।
গড়ি দ্বার পথ ছাড়িল নারে তাহা যাইতে।
রাত্রি দিনে চলি আইল পাতড়া পর্ব্বতে।।

এইভাবে সনাতন রামকেলি ত্যাগ করিয়া কাশীতে আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন। প্রভু দুই মাস সমীপে রাখিয়া ভক্তিতত্ত্ব উপদেশ করতঃ লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার ও ভক্তিশাস্ত্র প্রচারের জন্য বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন।

এদিকে রূপ গোস্বামী এক মাস বৃন্দাবনে অবস্থান করিয়া সনাতনের অনুসন্ধানে নীলাচল অভিমুখে আসেন।

গঙ্গাপথে শ্রীরূপ ও অনুপম আসিতেছেন। সনাতন রাজপথে গমন করায় পথে সনাতনের সঙ্গে শ্রীরূপের সাক্ষাৎ ঘটে নাই। পথে অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটায় শ্রীরূপ গোস্বামী নীলাচলে চতুর্মাস কাটাইয়া দোলযাত্রার পর পুনঃ একবার গৌড়দেশে রামকেলিতে আগমন করেন।

তথাহি — তত্রৈব —

এইমতে সনাতন বৃন্দাবনে আইলা।
পাশে আসি রূপ গোসাঞি তাহারে মিলিলা।।
এক বৎসর রূপ গোসাঞির গৌড়ে বিলম্ব হৈল।
কুটুম্বের স্থিতি অর্থ বিভাগ করি দিল।।
গৌড়ে যে অর্থ ছিল তাহা আনাইল।
কুটুম্ব ব্রাহ্মণে দেবালয়ে বাঁটি দিল।।
সব মনঃকথা গোসাঞি করি নির্ব্বাহন।
নিশ্চিন্ত হইয়া শীঘ্র আইল বৃন্দাবন।।
দুই ভাই মিলি বৃন্দাবন বাস কৈল।
প্রভুর যে আজ্ঞা দোঁহে সব নির্ব্বাহিল।।
নানা শাস্ত্র আনি লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারিলা।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ সেবা প্রচার করিলা।।

— —

শ্রীরূপ-সনাতনের গৃহত্যাগের বিবরণ বিষয়ে

শ্রীপ্রেমবিলাসের — ২৩ বিলাসের বর্ণন —

একদিন রূপ গোসাঞি রাজকার্য্য করি।
অনেক রাত্রির পর আইল নিজ বাড়ী।।
আহারাদি সমর্পিয়া করিলা শয়ন।
এক কীট আসি তবে করিল দংশন।।
গোসাঞি পত্নীরে কহে আলো জ্বালিবারে।
ভয়ানক বিষ কীট দংশিল আমারে।।
তাড়াতাড়ি তাঁর পত্নী কিছু নাহি পায়।
রূপ গোসাঞির পোষাক দিয়া আগুন জ্বালায়।।
গোসাঞি কহে বহু মূল্যের পোষাক পুড়িল।
পত্নী কহে আমার কর্ত্তব্য কার্য্য কৈল।।
পতি সেবা পতি পূজা স্ত্রীলোকের সার।
তার কাছে ধন সম্পদ হীরা মুক্তা ছার।।
রূপ কহে প্রিয়ে তোমার কর্ত্তব্য করিল।
আমার কর্ত্তব্য কেন আমি না দেখিল।।
এত কহি রূপ বড় বিবেকী হইল।
শ্রীচৈতন্য স্থানে শীঘ্র লোক পাঠাইল।।

লোক মারফত প্রভুর বনপথে বৃন্দাবন যাত্রার কাহিনী শুনিয়া সনাতনে লিখিয়া ছোট ভাই অনুপমকে সঙ্গে লইয়া গৃহত্যাগ করিলেন।

তথাহি — তত্রৈব —

রূপ বোলে বিষয় ত্যাগ সোজা কথা নয়।
সনাতনের গাঢ় প্রীতি বিষয়েতে রয়।।
পত্রেতে লিখিল এই ক' একটি অক্ষর।
"যরী, রলা, ইরং, নয়" শুন বিজ্ঞবর।।
পত্র পড়ি সনাতন চিন্তিতে লাগিল।
বহুক্ষণ চিন্তি পত্রের মর্ম্ম উদ্ধারিল।।

তথাহি —

যদুপতেঃ ক্বগতা মথুরা পুরী। রঘুপতেঃ ক্বগতোত্তর কোশলা।।
ইতি বিচিন্ত্য মনঃ কুরু সুস্থিরং। নসদিদং জগদিত্যব ধারয়।।

পত্রমর্ম্ম সনাতন যখন উঘারিল।
সেই ক্ষণে বিষয়ের স্পৃহা দূরে গেল।।
সনাতন বোলে মোরে রাজা করে প্রীতি।
রাজার অপ্রীত হৈলে হবে মোর গতি।।

— —

শ্রীজীবের গৃহত্যাগ

শ্রীরূপ-সনাতন - অনুপম যখন গৃহত্যাগ করেন, তখন অনুপমের পুত্র শ্রীজীব শিশু ছিলেন। বড় হইয়া সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ হইলেন। মাতার সমীপে পিতৃব্যদের বেশভূষা ভজন বৈরাগ্য শুনিয়া বৈরাগ্যের উদয় হইল।

তথাহি — শ্রীপ্রেমবিলাসে ২৩ বিলাসে —

মাতা বোলে মস্তক মুণ্ডিয়া শিখা রাখে।
ডোর কৌপিন পরি তাহা বহির্বাসে ঢাকে।।
করঙ্গ হাতে নিয়া মুষ্টি ভিক্ষা দ্বারে দ্বারে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বোলি বনে বনে ফিরে।।
মাতৃবাক্য শুনি জীব তাহাই করিল।
ভিক্ষা করি বোলে মা এইরূপ কিনা বোল।।
মাতা বোলে বাপ তোমার জ্যেষ্ঠ তাতদ্বয়।
এইরূপে বৃন্দাবনে ভ্রমণ করয়।।
মাতা বোলে বাপ তোমার দেখি এই বেশ।
আমার মনেতে কষ্ট হয় সবিশেষ।।
জীব বোলে মাতা তুমি দুঃখ না ভাবিবে।
তোমার কৃপাতে মোর সর্ব্ব দুঃখ যাবে।।
বেশ জানাইয়া মোর কৈলা উপকার।
তোমা হৈতে সবকুল হইল উদ্ধার।।

এত বোলি জীব বৃন্দাবনে চলি গেল।
শ্রীরূপের স্থান গিয়া দীক্ষিত হইল।।

এইভাবে গোস্বামীত্রয় গৃহত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে অবস্থান করতঃ লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার, শ্রীবিগ্রহ সেবা স্থাপন ও ভক্তি শাস্ত্রের প্রবর্ত্তন করেন।

শ্রীসনাতন গোস্বামী - শ্রীরাধামদনমোহন, শ্রীরূপ গোস্বামী - শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীজীব গোস্বামী - শ্রীরাধা দামোদর সেবা স্থাপন করেন।

শ্রীরূপ - সনাতন গোস্বামীর অপ্রকটের পর শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাস নরোত্তম — শ্যামানন্দে, গোস্বামীপাদগণের বিরচিত গ্রন্থাবলী প্রশিক্ষণ প্রদান করিয়া গৌড়দেশে প্রেরণ করেন। তাঁহারা বাংলা ও উড়িষ্যার ঘরে ঘরে এই সকল গোস্বামী গ্রন্থের প্রচার করিয়া প্রশিক্ষণ দান করতঃ শুদ্ধা ভক্তিধর্ম্মের আদর্শ ও ঐতিহ্য মূল্যায়ন করেন। কালের পরিবর্ত্তনে গোস্বামী গ্রন্থ ও ভাবধারা সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। শুদ্ধা ভক্তিধর্ম্মের পুনঃ জাগরণের জন্য গৌর প্রেমানুরাগী ভক্তগণের গোস্বামী শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অনুশীলনে উদ্যোগী হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

— —

গোস্বামীত্রয়ের বিরচিত গ্রন্থাবলী

তথাহি — ভক্তিরত্নাকরের ১ম তরঙ্গে —

শ্রীজীবের শিষ্য কৃষ্ণদাস অধিকারী।
তিঁহ নিজ গ্রন্থে ইহা কহিল বিস্তারি।।
সনাতন গোস্বামীর গ্রন্থ চতুষ্টয়।
টীকা সহ ভাগবতামৃত খণ্ডদ্বয়।।
হরি-ভক্তি বিলাস টীকা দিক্ প্রদর্শিনী।
বৈষ্ণব তোষণী নাম দশম টিপ্পনী।।
* * * * * *
শ্রীরূপ গোস্বামী গ্রন্থ ষোড়শ করিল।
লীলা সহ সিদ্ধান্তের সীমা প্রকাশিল।।

কাব্য হংস দূত আর উদ্ধব সন্দেশ।
কৃষ্ণ জন্মতিথি-বিধি বিধান বিশেষ।।
গণোদ্দেশ দীপিকা বৃহৎ-লঘু দ্বয়।
স্তব মালা বিদগ্ধ মাধব-রস ময়।।
ললিত মাধব বিপ্রলম্ভের অবধি।
দান কেলি কৌমুদী আনন্দ মহোদধি।।
দান কেলি কৌমুদী বিদিত এই নাম।
ভক্তিরসামৃত সিন্ধু এই অনুপাম।।
শ্রীউজ্জ্বল নীলমনি গ্রন্থ রসপুর।
প্রযুক্তাখ্যাত চন্দ্রিকা গ্রন্থ সুমধুর।।
মথুরা মহিমা পদ্যাবলী এ বিদিত।
নাটক চন্দ্রিকা লঘু ভাগবতামৃত।।
বৈষ্ণব ইচ্ছায় একাদশ শ্লোক-কৈল।
কৃষ্ণদাস কবিরাজে বিস্তারিতে দিল।।
অষ্টকাল লীলা তাতে অতি রসায়ন।
ভাগ্যবন্ত জন সে করয়ে আস্বাদন।।

* * * * * *

শ্রীজীবের গ্রন্থ্ পঞ্চবিংশতি বিদিত।
হরিনামামৃত ব্যাকরণ দিব্য রীত।।
সূত্র মালিকা ধাতু সংগ্রহ সুপ্রকার।
কৃষ্ণার্চ্চন দীপিকা গ্রন্থ্ অতি চমৎকার।।
গোপাল বিরুদাবলী রসামৃত শেষ।
শ্রীমাধব মহোৎসব সর্বাংশে বিশেষ।।
শ্রীসঙ্কল্প কল্পবৃক্ষ গ্রন্থ এ প্রচার।
ভাবার্থ সূচক চম্পূ-অতি চমৎকার।।
গোপাল তাপিনী টীকা ব্রহ্ম সংহিতার।
রসামৃত টীকা শ্রীউজ্জ্বল টীকা আর।।
যোগসার-স্তবের টীকাতে সুসঙ্গতি।
অগ্নি পুরাণস্থ শ্রীগায়ত্রী-ভাষ্য তথি।।

পদ্ম পুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন।
শ্রীরাধিকা-কর-পদস্থিত চিহ্ন ভিন্ন।।
গোপাল চম্পূ পূর্ব-উত্তর বিভাগেতে।
বর্ণিলেন কি অদ্ভূত বিদিত জগতে।।
সপ্ত সন্দর্ভ বিখ্যাত ভাগবত রীতি।
তত্ত্ব-ভগবৎ-পরমাত্ম-কৃষ্ণ-ভক্তি-প্রীতি।।
এই ছয় ক্রম সন্দর্ভ সপ্ত হয়।
প্রয়োজনাভিধেয় সম্বন্ধ ইথে ত্রয়।।

— —

গোস্বামীত্রয়ের পূর্ব্বাবতার ও শ্রীবিগ্রহ প্রকট রহস্য

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা — ১৮১/১৮২ শ্লোক —

যা রূপমঞ্জরী প্রেষ্ঠা পুরাসীদ্রতী মঞ্জরী।
সোচ্যতে নাম ভেদেন লবঙ্গ মঞ্জরী বুধৈঃ।।
সাদ্য গৌরাভিন্ন তনুঃ সর্ব্বারাধ্যঃ সনাতনঃ।
তমেব প্রাবিশৎ কার্য্যান্মুনিরত্নঃ সনাতনঃ।।

ব্রজে শ্রীরূপ মঞ্জরীর প্রিয়তমা শ্রীরতী মঞ্জরী নামভেদে যিনি লবঙ্গ মঞ্জরী নামে খ্যাত তাহাতে মুনিরত্ন সনাতনের মিলনেই শ্রীল সনাতন গোস্বামীর আবির্ভাব।

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা — ১৮০ শ্লোক —

শ্রীরূপ মঞ্জরী খ্যাতা বাসী বৃন্দাবনে পুরা।
সাদ্য রূপাখ্য গোস্বামী ভূত্বা প্রকটতামিয়াৎ।।

ব্রজের শ্রীরূপ মঞ্জরীই শ্রীরূপ গোস্বামী নামে প্রকট হইয়াছেন। আর ব্রজের বিলাস মঞ্জরীই শ্রীজীব গোস্বামী নামে আবির্ভূত হইয়াছেন।

— —

শ্রীবিগ্রহ প্রকট বিবরণ

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেব — শ্রীরাধাগোবিন্দদেব শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রকটিত হন। শ্রীরাধাগোবিন্দদেব গোমাট্টিলায় যোগপীঠে ভূগর্ভস্থ ছিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামীর ব্যাকুলতায় প্রকট হন। শ্রীরূপ গোস্বামী সমস্ত যোগপীঠ ও ব্রজবাসীর ঘরে ঘরে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া যখন শ্রীগোবিন্দের সন্ধান পাইলেন না, তখন নিরাশ হইয়া ব্যাকুল চিত্তে যমুনার তটে পড়িয়া রহিলেন। ভক্ত বৎসল প্রভু ব্রজবাসীরূপে দর্শন প্রদান করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামীর অভিলাষ পূর্ণ করিলেন।

তথাহি — শ্রীসাধন দীপিকায়ং —

"প্রভোরাজ্ঞাপালনার্থং গত্বা বৃন্দাবনান্তরে।
ন দৃষ্টা শ্রীবপুস্তত্র চিন্তিতঃ স্বান্তরেসুধীক।।
ব্রজবাসি জনানাস্ত গৃহেষু চ বনে বনে।
গ্রামে গ্রামে ন দৃষ্টা তুরুদিতশ্চিন্তিতো বুধঃ।।
একদা বসতস্তস্য যমুনায়াস্তটে শুচৌ।
ব্রজবাসি জনাকারঃ সুন্দর কশ্চিদাগতঃ।।
*   *   *   *   *   *
স শ্রুত্বা সর্ব্ববৃত্তান্তমাগচ্ছেতি ব্রুবন্নমুন্।
গুমাট্টিলা ইতি খ্যাতে তত্র নীত্বাব্রবীৎ পুনঃ।।
অত্র কাচিদগবাং শ্রেষ্ঠা পূর্ব্বাহ্নে সমুপাগতা।
দুগ্ধ স্রাবং বিকুর্ব্বানাপ্য হন্যহনি যাতিভোঃ।।
*   *   *   *   *   *
যোগপীঠস্য মধ্যস্থং পশ্যত কৃষ্ণমীশ্বরম্।
সাক্ষাদ্ ব্রজেন্দ্র তনয়ং কোটি মন্মথ মোহনম্।।
রুরুধুস্তাং ধরাং যত্নাদ্রামস্যাজ্ঞানুসারতঃ।।"

তথাহি — শ্রীভক্তিরত্নাকরে — ২য় তরঙ্গে—

"ব্রজবাসী কহে চিন্তা না করিহ মনে।
গোমাট্টিলা খ্যাতি যোগপীঠ বৃন্দাবনে।।
তথা কোন গাভী শ্রেষ্ঠ পূর্ব্বাহ্ন সময়।
দুগ্ধ দেন প্রতিদিন উল্লাস হিয়ায়।।

শ্রীগোবিন্দদেব তথা আছেন গোপনে।
এত কহি রূপে লৈয়া গেলা সেইখানে।।
স্থান জানাইয়া তিঁহ অদর্শন হৈতে।
মূর্চ্ছিত হইয়া রূপ পড়িলা ভূমিতে।।
* * * * * *
যত্নে যোগপীঠ ভূমি খননের কালে।
কৈল বলরাম আজ্ঞা — দেখ মধ্যস্থলে।।
যোগপীঠ মধ্যে প্রভু ব্রজেন্দ্র নন্দন।
হইলা সাক্ষাৎ কোটি কন্দর্প মোহন।।"

এইভাবে আজ্ঞানুরূপ শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী ভূগর্ভ হইতে শ্রীগোবিন্দ দেবকে প্রকট করিয়া সেবা স্থাপন করেন। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী স্বীয় ভক্তের দ্বারা শ্রীগোবিন্দের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া মকর কুণ্ডলাদি অর্পণ করেন। এতদ্বিষয়ে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের অন্তখণ্ডের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের বর্ণন যথা —

"নিজ শিষ্যে কহি গোবিন্দের মন্দির করাইল।
বংশী মকর কুণ্ডলাদি ভূষণ করি দিল।।"

শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ বিষয়ে শ্রীসাধন দীপিকা ধৃত বচন যথা —

"শ্রীমান প্রতাপৌ গোবিন্দ পাদভক্তি পরায়ণং।
ভক্তশ্চৈতন্য পাদাব্জে মানসিংহো নরাধিপঃ।।
প্রতাপরুদ্র স্তেশ্চর্য্য সেবালগ্নমনা হরেঃ।
অয়ং মাধুর্য্য সেবায়াং লোভাক্রান্তমনা নৃপঃ।।
মহামন্দির নির্ম্মাণং কারিতং যেন যত্নতঃ।
অদ্যাপি নৃপ তদ্বশ্যাঃ প্রভুভক্তি পরায়ণঃ।।"

তথাহি — ৮ম কক্ষা —

"শ্রীমদ্রূপপ্রিয়ং শ্রীল রঘুনাথাখ্যভট্রকম্।
যেন বংশী কুণ্ডলঞ্চ শ্রীগোবিন্দ সমর্পিতম।।"

তথাহি — ১ম কক্ষাং —

"শ্রীমদ্রূপাদ্বৈত রূপেন শ্রীমদ রঘুনাথেন শ্রীযুক্ত কুণ্ড যুগল
পরিচর্য্যাতৎ পরিসর ভূমিশ্চ শ্রীগোবিন্দায় সমর্পিতা।
কিঞ্চ ত্রয়াণাং শ্রীবিগ্রহানাং প্রেয়সী কিল শ্রীহরিদাস গোস্বামী
শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী গোস্বামী শ্রীমধু পণ্ডিত গোস্বামীভিশ্চ প্রকাশিতা।"

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য শ্রীহরিদাস গোস্বামী কর্ত্তৃক শ্রীগোবিন্দের প্রেয়সী স্থাপিত হন। শ্রীগোবিন্দ মদনমোহন ব্রজে প্রকট হইলে ক্ষেত্ররাজ প্রতাপরুদ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র পুরুষোত্তম জানা আদীষ্ট হইয়া দুই মূর্ত্তি প্রেয়সী নির্ম্মাণ করতঃ ক্ষেত্র হইতে ব্রজধামে প্রেরণ করেন। শ্রীমূর্ত্তিদ্বয় লইয়া আগরায় গমন করিলে মদনমোহন বলিলেন, "ছোট মূর্ত্তি শ্রীরাধিকাকে বামে রাখিবে ও বড়মূর্ত্তি ললিতাকে দক্ষিণে স্থাপন করিবে।"

লোকজন ব্রজে গিয়া আজ্ঞানুরূপ স্থাপন করিলেন। এদিকে সংবাদ পাইয়া রাজা শ্রীগোবিন্দের প্রেয়সী না হওয়ায় বড়ই চিন্তিত হইলেন। তখন শ্রীমতী স্বপ্নাদেশ প্রদান করিয়া রাজাকে বলিলেন, যথা —

তথাহি — ভক্তিরত্নাকরে —

"পুরুষোত্তম জানারে কহয়ে ধীরে ধীরে।
শ্রীজগন্নাথের চক্রবেড় ভ্রমণেতে। মোরে দেখি রাধিকা কল্পনা কৈল চিতে।।
বহুকাল চক্রবেড় মধ্যে আছি আমি। সকলে কহেন মোরে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।।
আমি যে রাধিকা ইহা কেহ নাহি জানে।
এত কহি অন্তর্দ্ধান হৈলা সেইক্ষণে।।"

পূর্ব্বে ব্রজ হইতে শ্রীগোপালদেব ছোট বড় বিপ্রের প্রেমবশে ক্ষেত্রে আসিয়া সাক্ষীগোপাল নাম ধারণপূর্ব্বক বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার প্রেয়সী শ্রীরাধিকা ভক্তাধীনে কতদিন পরে উৎকলে রাধানগর নামক স্থানে আগমন করেন। বৃহদ্ভানু নামক দক্ষিণাত্যবাসী এক বিপ্রকন্যা প্রায় তাহাকে তথায় সেবা করিতে থাকেন। কিছুদিন পরে বৃহদ্ভানু অন্তর্দ্ধান হইলে ক্ষেত্ররাজ স্বপ্নাদীষ্ট হইয়া শ্রীমতীকে চক্রবেড়ে আনিয়া রাখেন। সকলে তাঁহাকে লক্ষ্মীজ্ঞানে অর্চ্চন করিতে লাগিলেন। পুনঃ শ্রীমতী ব্রজধামে গমন করিবার ইচ্ছা করিয়া রাজা পুরুষোত্তম জানায় স্বপ্নাদেশ করিলেন। রাজা শ্রীমতীকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া শ্রীগোবিন্দদেবের বামপার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। শ্রীগোবিন্দ প্রকটের পর সর্ব্বপ্রথম

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শিষ্য শ্রীকাশীশ্বর ব্রহ্মচারী সেবাধিকারী হন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গদেব কর্ত্তৃক প্রদত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ লইয়া শ্রীগোবিন্দদেবের দক্ষিণে স্থাপন করেন।

শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রকটিত শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহ জয়পুরে বিরাজ করিতেছেন। ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারে শ্রীগোবিন্দদেব জয়পুর অভিমুখে রওনা হন। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কাম্যবনে, ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দপুরা বা রোফড়ায়, ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে অম্বরে এবং ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে জয়পুরে বিজয় করেন।

শ্রীশ্রীরাধা মদনমোহনদেব — শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী শ্রীরাধা মদনমোহনদেবের সেবা প্রকাশ করেন। শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য তীর্থ ভ্রমণকালে যখন বৃন্দাবনে আগমন করেন, সেই সময় কুব্জার সেবিত শ্রীমদনমোহনদেব তাঁহাকে স্বপ্নাদেশ প্রদানে প্রকট হন।

কুব্জার শ্রীমদনমোহন সেবাপ্রাপ্তি সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের শ্রীপ্রেমদাস কৃত বঙ্গানুবাদে — ৬ষ্ঠ অঙ্কের বর্ণন —

পূর্ব্বে কৃষ্ণ গেলা যবে মথুরা নগরে।
কংস বধ করি গেলা কুব্জার মন্দিরে।।
কুব্জাকে করিয়া কৃপা বিদায় হইয়া।
যাইতে চাহেন কৃষ্ণ না দেয় ছাড়িয়া।।
কৃষ্ণ কহে কুব্জা তুমি মুদহ নয়ান।
এথায় থাকিব নাহি যাব অন্যস্থান।।
কৃষ্ণের বচনে কুব্জা নয়ান মুদিলা।
অন্তর্দ্ধান করি কৃষ্ণ তথা হইতে গেলা।।
আপন দ্বিতীয় মূর্ত্তি প্রতিমার ছলে।
কুব্জা ঘরে রাখি গেলা মদনগোপালে।।
মথুরাতে কুব্জা যত দিবস আছিলা।
মদনগোপাল সেবা আপনে করিলা।।
কালক্রমে কুব্জা যবে অপ্রকট হইলা।
ব্রাহ্মণে তখন সেবা করিতে লাগিলা।।
কতকালে যবন হইল বলবান।
না দেয় করিতে সেবা না শুনে পুরাণ।।

সেবক ব্রাহ্মণ সব গেল পলাইয়া।
মদন গোপালে কুঞ্জ ভিতরে রাখিয়া।।
অদ্যাপিহ কুঞ্জে তিঁহো আছে ইচ্ছা বশে।
বৃন্দাবন প্রকট হইবা কিছু শেষে।।"

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু কর্ত্তৃক শ্রীমদনমোহন প্রকট বিষয়ে শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থের বর্ণন —

তাঁহার প্রেমবশে তাঁহার সমীপে আসিয়া পরম অদ্ভুত লীলার প্রকাশ করেন। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী যমুনার সূর্যঘাটে সুরমা টিলার উপর কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সেবা স্থাপন করেন। কতদিনে প্রভু মদনমোহন অপ্রাকৃত লীলা প্রকাশে কৃষ্ণদাস কর্পূর নামক মূলতান দেশীয় এক ক্ষত্রিয়ের দ্বারা শ্রীমন্দিরাদি নির্মাণ করান।

তথাহি — শ্রীভক্তিরত্নাকরে —

"হেনকালে মূলতান দেশীয় একজন।
অতিশয় ধনাঢ্য সর্ব্বাংশে বিচক্ষণ।।
কর্পূর ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ নাম কৃষ্ণদাস।
নৌকা হইতে নামি আইলা গোস্বামীর পাশ।।
গোস্বামীর চরণে পড়িল লোটাইয়া।
কৈল কত দৈন্য নেত্র জলে সিক্ত হৈয়া।।
সনাতন তাঁরে বহু অনুগ্রহ কৈলা।
শ্রীমদনমোহন চরণে সমর্পিলা।।
সেইদিন মন্দিরের আরম্ভ করিল।
নানা রত্ন ভূষণে ভূষিত করাইল।।"

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারীকে সেবা সমর্পণ করেন।

তথাহি — শ্রীসাধন দীপিকায়ং —

"শ্রীল সনাতন গোস্বামিনা স্বস্যতীবান্তরঙ্গায় শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারীণে শ্রীল মদনগোপাল দেবস্য সেবা সমর্পিতা।।"

শ্রীগোবিন্দ মদনমোহন ব্রজে প্রকট হইলে ক্ষেত্ররাজ প্রতাপরুদ্রের পুত্র পুরুষোত্তম জানা দুই মূর্ত্তি প্রেয়সী নির্মাণ করিয়া ব্রজে পাঠাইলেন।

তথাহি — শ্রীভক্তিরত্নাকরে ৬ষ্ঠ তরঙ্গে —

"মহারাজ শ্রীপ্রতাপ রুদ্রের কুমার।
পুরুষোত্তম জানা নাম সর্ব্বাংশে সুন্দর।।
তেঁহো দুই প্রভুর এ সংবাদ শুনিয়া।
যত্নে দুই ঠাকুরাণী দিল পাঠাইয়া।।
বৃন্দাবন নিকট আইল কথোদিনে।
শুনি সবে পরমানন্দিত বৃন্দাবনে।।
সেবা অধিকারী প্রতি মদনমোহন।
স্বপ্নছলে ভঙ্গিতে কহয়ে হর্ষ মন।।
পাঠাইলা দুই মূর্ত্তি শ্রীরাধিকা ভনে।
রাধিকা, ললিতা দোঁহে ইহা নাহি জানে।।
আগুসরি শীঘ্র তুমি দোঁহারে আনহ।
ছোট রাধিকা, মোর বামেতে রাখহ।।
বড় ললিতায় রাখো আমার দক্ষিণে।
ইহা শুনি অধিকারী চলে সেইক্ষণে।।

এইভাবে শ্রীমদনমোহনদেবের প্রেয়সী স্থাপনলীলা সংঘটিত হইল। বর্ত্তমানে সনাতন গোস্বামীপাদের সেবিত মদনমোহন করৌলীতে অবস্থান করিতেছেন। ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারে শ্রীসুবল দাসজীর সেবাধিকারে জয়পুররাজ দ্বিতীয় সুবাহ জয়সিংহের রাজত্বকালে শ্রীমদনমোহন জয়পুরে বিজয় করেন। কিছুদিন পর করৌলীরাজ শ্রীগোপাল সিংহ শ্রীমদনমোহনদেবকে করৌলীতে লইয়া যান।

শ্রীরাধাদামোদর — শ্রীরাধাদামোদর শ্রীজীব গোস্বামী কর্ত্তৃক সেবিত।

তথাহি — শ্রীসাধন দীপিকায়া —

রাধাদামোদর দেবঃ শ্রীরূপ কর নির্ম্মিতঃ।
জীব গোস্বামীনে দত্তঃ শ্রীরূপেন কৃপাব্ধিনা।।

তথাহি — শ্রীভক্তিরত্নাকরে —

স্বপ্নাদেশে শ্রীরূপ শ্রীরাধা দামোদরে।
স্বহস্তে নির্ম্মাণ করি দিল শ্রীজীবেরে।।

এই ভাবে শ্রীরাধাদামোদর প্রকট হন। শ্রীরাধাদামোদর দেবের শ্রীমন্দিরে শ্রীভৃগুপাদ বিরাজিত। শ্রীজীব গোস্বামীপাদের শ্রীভৃগুপাদ প্রাপ্তি বিষয়ে শ্রীভক্তমাল গ্রন্থের বর্ণন —

গোস্বামীরে কৃষ্ণচন্দ্র করুণা করিয়া।
নিজ পদচিহ্ন দিলা শিলাতে ধরিয়া।।
অদ্যাপি তাঁহার সেবা শ্রীমন্দিরে হয়।
ভাগ্যবান লোক সব যাইয়া দেখান।।

বর্ত্তমানে শ্রীজীব গোস্বামীপাদের সেবিত শ্রীরাধাদামোদর ও শ্রীভৃগুপাদ শিলা জয়পুরের ত্রিপোলিয়া বাজারের নিকট বিদ্যমান। ১৭৯০ সম্বতে (১৭০৩ খ্রীঃ) ভাদ্র মাসের শুক্লাষ্টমীতে বুধবারে শ্রীভৃগুপাদ শিলা বৃন্দাবন হইতে জয়পুরে আসেন। ১৮১৭ সম্বতে (১৭৬০ খ্রীঃ) মাঘী কৃষ্ণ নবমীতে মাধব সিংহের রাজত্বে শ্রীরাধাদামোদরদেব বৃন্দাবন হইতে জয়পুরে আসেন। ১৮৫৩ সম্বতে (১৭৯৬ খ্রীঃ) পুনরায় সকল বিগ্রহ বৃন্দাবনে যান। ১৮৭৮ সম্বতে (১৮২১ খ্রীঃ) জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা নবমীতে পুনরায় আগমন করেন।

— —

গোস্বামীত্রয়ের মহিমা সূচক

পদকল্পতরু — ৪/২৫/৯ পদ — সুহই

রূপের বৈরাগ্য কালে সনাতন বন্দিশালে
বিষাদ ভাবয়ে মনে মন।
রূপেরে করুণা করি ত্রাণ কৈলা গৌরহরি
মো অধমে না কৈল স্মরন।।
মোর কর্ম্ম দোষ ফাঁদে হাতে পায়ে গলে বাঁধে
রাখিয়াছে কারাগারে ফেলি।
আপনি করুণা পাশে দৃঢ় করি ধরি কেশে
চরণ নিকটে লেহ তুলি।।

পশ্চাতে অগাধ জল দুই পাশে দাবানল
সম্মুখে পাতিল ব্যাধ বাণ।
কাতরে হরিণী ডাকে পড়িয়া বিষম পাকে
এইবার কর পরিত্রাণ।।
জগাই মাধাই হেলে বাসুদেব অজামিলে
অনায়াসে করিলা উদ্ধার।
এ দুঃখ সমুদ্র ঘোরে নিস্তার করহ মোরে
তোমা বিনা নাহি হেন মোর।।
হেনকালে একজন অলখিতে সনাতনে
পত্রী দিল রূপের লিখন।
এ রাধাবল্লভ দাসে মনে হৈল আশোয়াসে
পত্রী পড়ি করিলা গোপন।।

— —

পদকল্পতরু — ৪/২৫/১০ পদ — সুহই

শ্রীরূপের বড় ভাই সনাতন গোসাঞি
বাদশার উজির হৈয়া ছিলা।
শ্রীরূপের পত্রী পাঞা বন্দী হৈতে পলাইয়া
কাশীপুরে গৌরাঙ্গ ভেটিলা।।
ছেঁড়া বস্ত্র অঙ্গে মেলি হাতে নখ মাথে চুলি
নিকটে যাইতে অঙ্গ হালে।
গলে ছিন্ন কান্থা করি দন্তে তৃণ গুচ্ছ ধরি
পড়িলা গৌরাঙ্গ পদতলে।।
দরবেশ রূপ দেখি প্রভুর সজল আঁখি
বাহু পসারিয়া আইসে ধাঞা।
সনাতনে করি কোলে কাতরে গোসাঞি বলে
মো অধমে স্পর্শ কি লাগিয়া।।

অস্পৃশ্য পামর দীন দুরাচার মতি হীন
নীচে সঙ্গে নীচ ব্যবহার।
এ হেন পামর জনে স্পর্শ প্রভু কি কারণে
যোগ্য নাহি তোমা স্পর্শিবার।।
ভোট কম্বল দেখি গায় প্রভু পুনঃ পুনঃ চায়
লজ্জিত হইলা সনাতন।
গৌড়িয়ারে ভোট দিয়া ছেঁড়া এক কান্থা লৈয়া
প্রভু স্থানে পুনঃ ! আগমন।।
গৌরাঙ্গ করুণা করি রাধাকৃষ্ণ নাম মাধুরী
শিক্ষা করাইলা সনাতনে।
প্রভু কহে রূপ সনে দেখা হবে বৃন্দাবনে
প্রভুর আজ্ঞায় করিল গমনে।।
কভু কাঁদে কভু হাসে কভু প্রেমানন্দে ভাসে
কভু ভিক্ষা কভু উপবাস।
ছেঁড়া কাঁথা নেড়ামাথা মুখে কৃষ্ণগুণ গাঁথা
পরিধান ছেড়া বহির্ব্বাস।।
গিয়া গোসাঞি সনাতন প্রবেশিলা বৃন্দাবন
রূপ সঙ্গে হইল মিলন।
ঘর্ম্ম অশ্রু নেত্রে পড়ে সনাতনের পদ ধরে
কহে রূপ গদগদ বচন।।
গৌরাঙ্গের যত গুণ কহে রূপ সনাতন
হা নাথ ! হা নাথ ! বলি ডাকে।
ব্রজপুরে ঘরে ঘরে মাধুকুরী ভিক্ষা করে
এই রূপে কতদিন থাকে।।
তাহা ছাড়ি কুঞ্জে কুঞ্জে ভিক্ষা করি পুঞ্জে পুঞ্জে
ফল মূল করয়ে ভক্ষণ।
উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদে রাধাকৃষ্ণ বলি কান্দে
এইরূপে থাকে কতদিন।।
কতদিন অন্তর্মনা ছাপান্ন দণ্ড ভাবনা
চারি দণ্ড নিদ্রা বৃক্ষতলে।

স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে নাম গানে সদা থাকে

অবসর নাহি এক তিলে।।

কখন বনের শাক অলবনে করি পাক

মুখে দেন দুই চারি গ্রাস।

ছাড়ি ভোগ বিলাস তরুতলে কৈলা বাস

এক দুই দিন উপবাস।।

সূক্ষ্ম বস্ত্র বাজে গায় ধূলায় ধূসর কায়

কন্টক বাজয়ে কভু পাশ।

এ রাধাবল্লভ দাস মনে বড় অভিলাষ

কবে হব তাঁর দাসের দাস। ২ ।।

— —
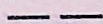
গৌঃ পঃ তঃ — ৬/৩/৩১ পদ শ্রীরাগ —

জয় জয় পহু শ্রীল সনাতন নাম।
সকল ভুবন মাহা যছুগুণ গ্রাম।।
তেজল সকল সুখ সম্পদ অপার।
শ্রীচৈতন্য চরণ যুগল করু সার।।
শ্রীবৃন্দাবন ভূমে করি বাস।
লুপ্ত তীর্থ সব করল প্রকাশ।।
শ্রীগোবিন্দ সেবা পরচারি।
করল ভাগবত অর্থ বিচারি।।
যুগল ভজন লীলাগুণ নাম।
করল বিথার গ্রন্থ অনুপাম।।
সতত গৌর প্রেমে গর গর দেহ।
এমন বৃন্দাবনে না পাওই থেহ।।
বিপুল পুলক ভর নয়ন নীর।
রাই কানু বলি পড়ই অথির।।

ভাব বিভূষণ সকল শরীর।
অনুক্ষণ বিহরই যমুনা নীর।।
যছু করুণায় বৃন্দাবন পাই।
ভাবেই মনোহর সৌহ গোসাঞি।।

— —

গৌঃ পঃ — ৬/৩/৩৩ পদ — বিভাস

জয় মোর প্রাণ সনাতন রূপ। বৃন্দাবনকে সহজ মাধুরী প্রেম সুধা কি ভূপ।

অগতিন কোগতি দৌভায়া যোগ যজ্ঞ কি ভূপ।।
করুণাসিন্ধু অনাথ বন্ধু ভক্ত সভা কি ভূপ।।

ভক্তি ভাগবত মতহি আচরণ কুশল সুচতুর চমূপ।
ভুবন চতুর্দ্দশ বিদিত বিমল যশ রসনাকো রসভূপ।।
চরণ কমল কোমল রজঃ ভায়া মিটত কলি বরিধুস।।
ব্যাস উপাসক সদা উপাসে রাধাচরণ অনুপ।। ৪ ।।

— —

গৌঃ পঃ — ৬/৩/৩৪ পদ — বিভাস

জয় মোর সাধু শিরোমনি রূপ সনাতন।

জিনকে ভক্তি এক রস নিরহী প্রীত কৃষ্ণরাধাতন।। ধ্রু ।।
বৃন্দাবন কী সহজ মাধুরী রোম রোম সুখ পাতন।
সব তেজি কুঞ্জ কেলি ভজি অহর্নিশি অতি অনুরাগ রাধাতন।।
করুণাসিন্ধু কৃষ্ণচৈতন্যকে কৃপা কলি দৌ ভ্রাতন।।
ভিনু বিনু ব্যাসে অনাথন যেসে সুখে তরুবর পাতন।।

— —

শ্রীরূপ গোস্বামী মহিমা

আরে মোর শ্রীরূপ গোসাঞি।

গৌরাঙ্গ চাঁদের ভাব প্রচার করিয়া সব
জানাইতে হেন আর নাই।

বৃন্দাবন নিত্যধাম সর্ব্বোপরি অনুপাম
সর্ব্ব অবতারি নন্দ সুত।

তার কান্তা গণাধিকা সর্ব্বারাধ্য শ্রীরাধিকা
তার সখীগণ সঙ্গ যুথ।।

রাগ মার্গে তাহা পাইতে যাহার করুণা হৈতে
বুঝিল পাইল যত জনা।

এমন দয়াল ভাই কোথায় দেখিয়ে নাই
তার পদ করহ ভাবনা।।

শ্রীচৈতন্য আজ্ঞা পায়া ভাগবত বিচারিয়া
যত ভক্তি সিদ্ধান্তের খনি।

তাহা পাঠাইয়া কত নিজ গ্রন্থ করি যত
জীবে দিলা প্রেম চিন্তামনি।।

রাধাকৃষ্ণ রসকেলী নাট্য গীত পদ্যাবলী
শুদ্ধ পরকীয়া মত করি।

চৈতন্যের মনোবৃত্তি স্থাপন করিলা ক্ষিতি
আস্বাদিয়া তাহার মাধুরী।।

চৈতন্য বিরহে শেষ পাই অতিশয় ক্লেশ
তাহে যত প্রলাপ বিলাপ।

সে সব কহিতে ভাই দেহে প্রাণ রহে নাই
এ রাধাবল্লভ হিয়ে তাপ।। ১।।

—— ——

ঐ — ৪/২৫/১২ পদ — রাগ

যঁউ কবিরূপ শরীর না ধরত।

তঁউ ব্রজ ভূতল প্রেম মহানিধি কোন কপাট উদগাড়ত।।

নীর ক্ষীর হংস পান বিধায়ন কোন পৃথক করি পারত।
কো সব তেজি ভজি বৃন্দাবন কো সব গ্রন্থ্ বিচারত।।
যব ঋতু বনফুল ফলত নানাবিধ মন রাজি অরবিন্দ।
রস মধুকর বিনে পান কোন জানত বিদ্যমান করি বন্ধ।।
কো জানত মথুরা বৃন্দাবন কো জানত ব্রজ সব নীত।
কোন জানত রাধা মাধব রতি কো জানত সোই প্রীত।।
যা কর চরণ প্রসাদে সকল জন গাই গাওয়াই সুখ পাওত।
চরণ কমলে শরণাগত মাধব তব মহিমা উরুমাগত।।

— —

ঐ — ৪/২৫/১৩ পদ — রাগ

জয় জয় রূপ মহারস সাগর।
দরশন পরশন চরণ রসায়ন
আনন্দ হুকে গাগর।।
অতি গম্ভীর ধীরে করুণালয়
প্রেম ভকতিক আগর।
উজ্জ্বল প্রেম মহামনি প্রকটিত
দেশ গৌড় বৈরাগর।।
সদ্গুণ মণ্ডিত পণ্ডিত বচ্ছল
বৃন্দাবন নিজ নাগর।
কিরিতি বিমল যশ শুনি তঁতি মাধব
সতত রহল হিয়ে জাগর।।

— —

শ্রীজীব গোস্বামী মহিমা

অনুপ তনয় সদয় হৃদয় শ্রীজীব গোসাঞি পহুঁ।
বিতর প্রসাদ কর আশীর্ব্বাদ তব পদে মতি রহুঁ।।
ভক্তিগ্রন্থ সুধা বিতরিয়া ক্ষুধা জগতে কৈলা দূর।
তব সম জ্ঞানী না জানি না শুনি পণ্ডিতের তুমি ঠাকুর।।
আবাল্য বৈরাগী ভক্ত অনুরাগী ভাসি ভগবত প্রেমে।
লইয়া খেলিতা লইয়া শুইতা নিজে গতি বলরামে।।
তুলসীর মালে সাজাইতা গলে পরিতা তিলক ভালে।
রাধাকৃষ্ণ নাম জপি অবিশ্রাম ভাসিতা নয়ন জলে।।
দেখি তব দৈন্য নিতাই চৈতন্য স্বপনে দিলেন দেখা।
সেই হৈতে গৌর প্রেমে হৈলা ভোর ছাড়িলা সংসার একা।।
প্রেমকল্পতরু অবধুতে গুরু করিলা তার আদেশে।
কৈলা ব্রজেবাস এ উদ্ধব দাস আছে তুয়া পদ পাশে।।

— —

শ্রীজীব গোঁসাই মোর প্রেমরত্ন সাগর
ওহে প্রভু কৃপা কর মোরে।
মুইত পামর জনে বড় সাধ ছিল মনে
তুয়া গুণ গাইবার তরে।।
শ্রীরূপ - সনাতন অনুপম সুমধ্যম
রাম পদে দৃঢ় যার মতি।
তাঁহার তনয় জীব সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত
প্রকাশিল শ্রীরূপ সংহতি।।
বৈরাগ্য জন্মিল মনে রাজ্য ছাড়ি সেইক্ষণে
চলিলা নবদ্বীপ পুরী।
প্রভু নিত্যানন্দ দেখি ছল ছল করে আঁখি
পড়িলা চরণ যুগে ধরি।।
মস্তকে চরণ দিয়া দুইবাহু পাসরিয়া
উঠাইয়া করিলেন কোলে।

প্রেমে গদগদ হৈয়া দৈন্যভাব প্রকাশিয়া
কান্দিতে কান্দিতে কিছু বলে।।
প্রভু নিত্যানন্দ রাম জগতের পরিত্রাণ
সব জীব আনন্দ করিল।
মোহেন পতিত জনে কৃপা কৈল নিজ গুণে
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ ধন দিলা।।
মহাপ্রভু তোমার গণে দিয়াছেন দণ্ড ভূমে
শীঘ্র তুমি যাও বৃন্দাবনে।
শ্রীমুখের আজ্ঞা পাইয়া আনন্দ হইয়া হিয়া
ব্রজপুরে করিলা গমন।।
কৃষ্ণ নাম সদা মুখে নেত্র জল বহে বুকে
এইরূপে পথে চলি যায়।
প্রভু রূপ - সনাতন কবে পাব দরশন
প্রাণ মোর রাখ মহাশয়।।
কভু করু জল পান কভু চানা চর্ব্বণ
কতদিনে মথুরা পাইলা।
দেখি শোভা মধুপুরী প্রেমে পড়ে ঘুরি ঘুরি
ধীরে ধীরে বিশ্রান্তি আইলা।।
যমুনাতে কৈল স্নান করি কিছু জল পান
সেই রাতে তাঁহা কৈল বাস।
প্রাতে আইলা বৃন্দাবনে দেখি রূপ - সনাতনে
প্রভু সব পুরাইল আশ।।
শ্রীগোপাল চম্পূ নাম গ্রন্থ কৈল অনুপাম
ব্রজ নিত্য লীলারসপুর।
ষট্ সন্দর্ভ আদি করি যাহাতে সিদ্ধান্ত ভারি
পড়ি শুনি ভক্ত হৈলা সূর।।
উজ্জ্বল প্রেমের তনু রসে নিরমিলা জনু
ভাব অলঙ্কৃত সব অঙ্গ।
পড়িতে শ্রীভাগবত ধৈরজ না ধরে চিত
সাত্ত্বিকে ব্যাপিত সব অঙ্গ।।

যুগল ভজন সার বিলসই সদা যাঁর
বৃন্দাবন বিহার সদাই।
গোলোক সম্পুট করি তাহাতে সে প্রেম ধরি
সম্বরণ করিল গোঁসাই।।
মুই অতি মূঢ় মতি তোমা বিনু নাহি গতি
শ্রীজীব জীবন প্রাণধন।
বহু জন্ম পুণ্য করি দুর্লভ জনম ধরি
পাইয়াছি শ্রীজীব চরণ।।
শ্রীজীব করুণাসিন্ধু স্পর্শি তার এক বিন্দু
প্রেমরত্ন পাবার লাগিয়া।
কহে রঘুনাথ দাস তুয়া অনুগত আশ
রাখ মোরে পদ ছায়া দিয়া।।

— —

প্রভু বীরচন্দ্রের রামকেলি আগমন ও মহামহোৎসব অনুষ্ঠান

প্রভু বীরচন্দ্র প্রেম প্রচারে পূর্ব্বদেশ প্রেম প্রচার করিয়া উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার অলৌকিক প্রেম বৈভবে সকলে হরি সংকীর্ত্তনে প্রমত্ত হইল।

তথাহি — নিত্যানন্দ বংশ বিস্তারে — ৮ম স্তবক —

উত্তর দেশের লোক অনেক প্রকার।
শৈব-শক্তি-কর্ম্মী-যোগী ভিন্ন আচার।।
মদ্য মাংস মৎস্য মর্গ মালাতে সাধন।
কামিক্ষা কুব্রত মহীপালের জাগরণ।।
যোগীপাল ভোগীপালের যাত্রা মহোৎসব।
ভোট্ট কম্বল চটাদি পরিধান সব।।

সেই সব লোক হরি সংকীর্ত্তন করে।
নিতাই চৈতন্য বলি ডাকি উচ্চৈঃস্বরে।।
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন করয়ে ভজন।
হেনপ্রভু বীরচন্দ্র করিল শাসন।।
মহানন্দার ধারে এক মালদহ গ্রাম।
কোন ভাগ্যবন্ত গৃহে করিলা বিশ্রাম।।
গৌড়েশ্বর রাজার সে অধিকার হয়।
বহু ভাগ্যবন্ত লোক তাহাতে বৈসয়।।
দর্শন করিয়া সবে হয় চমৎকার।

অগণিত লোক প্রভু বীরচন্দ্রের দর্শনে আসিয়া হরি সঙ্কীর্ত্তনে প্রমত্ত হইলেন। ঘরে ঘরে মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। সহসা বীরচন্দ্র এক লীলার প্রকাশ করিলেন।

তথাহি — তত্রৈব —

একদিন প্রভু এক ভাগ্যবন্ত ঘরে।
সকল বৈষ্ণব মেলি সঙ্কীর্ত্তন করে।।
হেনকালে মেঘ আরম্ভিল চতুর্ভিতে।
নগরিয়া লোক অসন্তোষ হইল চিত্তে।।
অন্তর্য্যামী জানিলেন সবার বাঞ্ছিত।
আমার কীর্ত্তনেতে সবার হইল প্রীত।।
ঝড় বৃষ্টি আইসে দিক অন্ধকার করি।
দেউটি নিভায় যত জ্বলে সারি সারি।।
দেখি প্রভু উর্দ্ধমুখে কহেন ডাকিয়া।
বাড়ীর বাহিরে তুমি বরিষহ গিয়া।।
লোকানন্দ ভঙ্গ হইলে ইথে কোন সুখ।
সাধুর স্বভাব হয় পর দুঃখে দুঃখ।।
আজ্ঞা লঙ্ঘিবেক হেন শক্তি আছে কার।
অজভবাদিক আজ্ঞাকারী দাস যাঁর।।
এতেক নিবৃত্তি হই বর্ষে চারি দিগে।
বাড়ীর ভিতরে ঝড় বৃষ্টি নাহি লাগে।।

আনন্দে বৈষ্ণব সব করয়ে কীর্ত্তন।
হরি হরি বলে সব আনন্দিত মন।।
প্রহরেক বৃষ্টি হইল বাড়ির বাহিরে।
প্রান্তর চত্বর পরিপূর্ণ জল ভরে।।
কীর্ত্তন রাখিয়া প্রভু বিশ্রাম করয়।
চারি দণ্ড কীর্ত্তনের প্রতিধ্বনি রয়।।
প্রকট করিল প্রভু এমন প্রভাব।

প্রভু বীরচন্দ্রের দর্শনে সকলে শ্রীনিতাই চৈতন্য নামকীর্ত্তনে বিভোর হইল। মালদহে ,প্রভু বীরচন্দ্রের আগমনবার্ত্তা পাইয়া হোসেন শাহের অমাত্য কেশব ছত্রীর পুত্র দুর্ল্লভ ছত্রী তথায় আগমন করিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ বংশ বিস্তারে — ৮ম স্তবক —

রামকেলি হইতে কেশব ছত্রীর নন্দন।
সে আইল প্রভুরে করিতে নিমন্ত্রণে।।

প্রভুর আদেশ লইয়া দুর্ল্লভ ছত্রী মহামহোৎসবের আয়োজন করিলেন —

বিনতি করিয়া পুনঃ দুর্ল্লভ সজ্জন।
আজ্ঞা হয় মহোৎসব করিতে হয় মন।।
হাসিয়া কহয়ে গোসাঞি এত আরোভাল।
উচ্চ করিয়া সবে হরি হরি বল।।
দুর্ল্লভ কৃতার্থ হইয়া চলিল নগরে।
পসারির স্থানে দ্রব্য আয়োজন করে।।
*   *   *   *   *   *
ভারে ভারে চালাইলা মহানন্দ তীরে।
দিব্য নারিকেল আম্র বাগান ভিতরে।।
শত শত লোক তাহা কোদাল লইয়া।
স্থান সংস্কার করে সুন্দর করিয়া।।
শত শত নবঘট পুরি গঙ্গাজলে।
বারে বারে আনি স্থান ক্ষালিল সকলে।।
বাজারে কিনিয়া নিল পসারির স্থানে।
যার যাহা ইচ্ছা তাহা করেন ভোজনে।।

এত বলি মুদ্রা দিল পসারির হাতে।
গ্রহণ করিল সব নোয়াইয়া মাথে।।
আজ্ঞা দিল উত্তম সামগ্রী কর সবে।
পশ্চাৎ পাইবা মুদ্রা যত কিছু হবে।।
যে আজি মাগিবে যাহা তাহা দিব আমি।
ইহাতে সন্দেহ কিছুনা করিবা তুমি।।
যার যেই ইচ্ছা খাবে তারে তত দিবে।
যে চাহিবে তা দিবা অন্যথা নাহি হবে।।
পসার চলহ সবে বাগানের ধারে।
স্ত্রীলোকে দোকান করে দুয়ারে দুয়ারে।।
দরশন লাগি যত যাত্রিক আসিবে।
যার যত ইচ্ছা লউক প্রদান করিবে।।
যে বলিবে না পাইলাম তারে দণ্ড দিব।
সর্ব্বস্ব লইয়া দেশ হইতে নিকালিব।।
এ আজ্ঞা শুনিয়া সবার অন্তরে হইল ভয়।
যেই যাহা চায় তারে ততক্ষণে দেয়।।
কাঙ্গালী দুঃখিনী যত খাইয়া লইয়া।
হরি বোল হরি বোল বলে আনন্দ হইয়া।।
সবে বলে ধন্য ধন্য গোসাঞি মহাপ্রভু।
এমন দয়াল ঠাকুর না পাইমু কভু।।
* * * * * *
কেহ বলে শুনিয়াছি শাস্ত্র ভারতে।
যুধিষ্ঠির রাজা করিছিলা হেনমতে।।

এইভাবে উৎসব আয়োজন করিয়া মহামহোৎসবের সূচনা করিলেন। কীর্ত্তনীয়াগণ মহাসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। প্রভু বীরচন্দ্র অগণিত ভক্ত সমাবেশে অত্যদ্ভূত সংকীর্ত্তন লীলার বিকাশ ঘটাইলেন। দুর্ল্লভ ছত্রী উৎসবান্তে প্রভুর অধরামৃত গ্রহণ করিয়া কৃতার্থতা উপলব্ধি করিলেন।

তথাহি — তত্রৈব —

দুর্ল্লভ দুর্ল্লভ অবশেষ পাত্র পাইল।
সবংশের নিমিত্তে বসনে বান্ধি নিল।।

দুই সহস্র মুদ্রা আর সুবর্ণ সহস্র।
উত্তরের অশ্ব দুই বহুবিধ বস্ত্র।।
মহোৎসব স্থান দেবত্বর পাট্টা লিখি।
গলে বস্ত্র দিয়া পড়ে প্রভু পাশে রাখি।।
তারে কৃপা করি প্রভু অঙ্গীকার কৈলা।
এই স্থান প্রসিদ্ধ হইল বলি বৈলা।।
সেই হইতে শ্রীপাট হইল মালদহ।।

এইভাবে প্রভু বীরচন্দ্র মালদহে মহামহোৎসব অনুষ্ঠান করিয়া মালদহকে মহামহিম তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করেন। বর্ত্তমানে জ্যৈষ্ঠ মাসে সংক্রান্তিতে মালদহে যে উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ইহা সেই মহামহোৎসবের প্রতিফলন বলিয়া অনুমেত হয়।

প্রভু বীরচন্দ্র এই সময় গৌড়ের নবাবকে কৃপাদৃষ্টি করেন। গৌড়ের নবাব তাঁহার বৈভব দর্শন করিয়া তাঁহার চরণে শরণ লইলেন এবং কিছু দান লইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। রাজার দ্বারদেশে শোভমান একটি তেলুয়া পাথর ছিল। প্রভু বীরচন্দ্র তাহা চাহিয়া লইলেন।

তথাহি — শ্রীপ্রেমবিলাস —

পাৎসাহ বোলে গোসাঞি ফকির প্রধান।
ইচ্ছামত ঠাকুর তুমি কিছু লহ দান।।
গোসাঞি বোলে বহু মূল্যের তেলুয়া পাথর।
তোমার দ্বারেতে শোভে করে ঝলমল।।
গোসাঞি বোলে ইহা নিতে আমার আগ্রহ।
ইহা দিয়া গড়াইব সুন্দর বিগ্রহ।।
পাৎসাহ পাথর খোলি বীরচন্দ্রে দিল।
পাথর লইয়া বীর খড়দহে গেল।।
সেই পাথরে গড়াইল শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি।
দেখিয়া সকল লোকের গেল সব আর্ত্তি।।

প্রভু বীরচন্দ্র এই পাথর দিয়ে তিনমূর্ত্তি বিগ্রহ নির্ম্মাণ করেন। মূর্ত্তিত্রয় তিন স্থানে স্থাপিত হয়। শ্রীশ্যামসুন্দর খড়দহে, শ্রীরামপুরে শ্রীরাধাবল্লভ ও সাঁইবোনায় শ্রীনন্দদুলাল প্রতিষ্ঠিত হন। মাঘীপূর্ণিমা দিবসে অদ্যাবধি ভক্তবৃন্দ

একই দিনে তিন বিগ্রহ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হয়।

এই সময় প্রভু বীরচন্দ্র নবাবের বারশত কয়েদীকে উদ্ধার করিয়া দীক্ষা প্রদান করেন। তাহারাই পরবর্ত্তীকালে বারশত নেড়া নামে প্রসিদ্ধ হন।

প্রভু বীরচন্দ্রের পাথর প্রাপ্তি ও নেড়াদের সৃষ্টির বিষয়ে শ্রীমনোহরদাস বৈরাগীর জীবন চরিত গ্রন্থের বর্ণন —

নবাবে কহিলেন খবর প্রস্তর যে দিবে।
আর বার শত কয়েদী এখনি ছাড়িবে।।
স্বীকার না কৈল নবাব গোস্বামী তখন।
নবাবের দরজায় বসি উদরের জল নিঃসরণ।।
জলেতে সে ভাসি গেল নবাবের ফুলবাগান।
দেখি নবাব লোক পাঠায় বুঝহ সন্ধান।।
লোক যাই ফিরি কহে তুমি নবাব শুনহ।
সেই হিন্দু ফকিরের উপস্থ জল অতি ভয়াবহ।।
শুনি নবাব কহে কয়েদী এখন ছাড়ি দেহ।
প্রস্তর লইয়া যাউক কিছু না বলিহ কেহ।।
তবে শুনি গোঁসাই চিমটা ঘাত করিল পাথরে।
সেই পাথর ছুটি আসি পড়ে গঙ্গার ভিতরে।।
গঙ্গাজলে পড়ি পাথর ভাসি ভাসি উজান চলিল।
খড়দহের ঘাটে যাই পাথর ভাসিতে লাগিল।।
মোরা বারশত সবে অপেক্ষা করিতে আছিল।
শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামী তথা আসিয়া পৌঁছিল।।
সঙ্গে লোকজন কিছু আর বহির্বাস কৌপীন।
পরা মানিক পঞ্চাশী জনে ক্ষৌর কর্মেতে প্রবীণ।।
তথা হৈতে কৃপা করেন বীরচন্দ্র গোঁসাই।
ক্ষৌর হইয়া ভেকমন্ত্র পাইলাম সবাই।।

প্রভু বীরচন্দ্র প্রারম্ভে বিগ্রহ নির্মাণের জন্য মহানন্দা তীরে নবাবের বারশত কয়েদীর সমীপে পাথরের সন্ধান পান এবং পাথর প্রাপ্তির পর তাহাদের কয়েদ হইতে মুক্ত করিয়া ভেকদীক্ষা প্রদান করেন।

— —

শ্রীজঙ্গলীর শ্রীপাট বিবরণ

মালদহ শহরের তিন ক্রোশ দূরে অদ্বৈতাচার্য্যের পত্নী সীতা ঠাকুরাণীর শিষ্য যোগেশ্বর পণ্ডিতের লীলাক্ষেত্র। যোগেশ্বর পণ্ডিত স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া জঙ্গলী নাম ধারণ করেন। তাঁহার মহিমত্বে এই স্থানের নাম জঙ্গলী টোটা হয়।

তথাহি — শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গলে —

গৌড় নিকট হত্র নির্জ্জন এক বন। ব্যাঘ্র ভালুক রহে বড়ই দুষ্ট জন।।
মনুষ্য না যায় তথা দশ বিশ জনে।
তথা গেলে পুন না আইসে ভুবনে।।
সেই বনে রহেন যাইয়া এক কোঠা করি।
নির্জ্জনে করে সেবা মনেতে আচরি।।

অদ্বৈত প্রভুর পত্নী সীতাদেবীর আদেশে যোগেশ্বর পণ্ডিত স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া জঙ্গলে ভজনে নিরত হইলেন।

একদা এক ব্যাধ শিকার করিতে আসিয়া তাঁহাকে প্রথমে স্ত্রীবেশ পরক্ষণে বৈরাগী বেশ দেখিয়া তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইলেন। গৌড়ের পাতশাহ সংবাদ পাইয়া তথায় আসিলেন। তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে গিয়া প্রারম্ভে স্ত্রীলোক, শেষে পুরুষদেহ দেখিয়া চরণে পড়িয়া ক্ষমাভিক্ষা করিলেন এবং কিছু দান করিতে চাহিলেন।

তথাহি — শ্রীপ্রেমবিলাসে —

জঙ্গলী কহে এই বন মোরে কর দান।
শুনিয়া পাতসা হৈল প্রফুল্লিত মন।।
লোক লাগাইয়া রাজপুরী নির্মাইল।
জঙ্গলী কোঠা নামস্থান প্রসিদ্ধ হইল।।

এইভাবে জঙ্গলী তথায় অবস্থান করিয়া প্রভূত অলৌকিক লীলার প্রচার করেন।

এইভাবে শ্রীপাট মালদহ গ্রামে শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীরূপ - সনাতন, শ্রীজীব গোস্বামী, প্রভু বীরচন্দ্র ও জঙ্গলীর লীলা করিয়া লীলাবৈচিত্রে এই স্থানকে মহামহিম বৈষ্ণব তীর্থে পরিণত করেন।

— —

বৈষ্ণব রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট্ হইতে
শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী কর্ত্তৃক সম্পাদিত
গবেষণামূলক ও অপ্রকাশিত প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী ঃ—

(শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা,
ফোন ঃ ২৫৮৫০৭৭৫, মোবাইল ঃ ০৯৬৮১৭০৪৮০১, ৯১৪৩১২৮৯৭৭)

১। শ্রীচৈতন্যডোবা মাহাত্ম্য — ২০ টাকা (শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর জীবনীসহ)। ২। জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মহিমামৃত — ২৫ টাকা (শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জীবনী)। ৩। গৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয় — ১০ টাকা (১০৮ জন লেখক পরিচিতি)। ৪। গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ পর্য্যটন — ৮৫ টাকা। ৫। গৌরভক্তামৃত লহরী — ২৬০ টাকা (পঞ্চশতাধিক গৌরাঙ্গ পরিকরগণের জীবনী দশ খণ্ড একত্রে)। ৬। শ্রীরাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ গণোদ্দেশাবলী — ৩৫ টাকা (শ্রীরাধাগোবিন্দের পার্ষদ পরিচয় ও গৌরাঙ্গ পার্ষদবর্গের পূর্বাবতার বিষয়ক গ্রন্থাবলী)। ৭। গৌরাঙ্গের ভক্তিধর্ম ও চৈতন্য কারিকায় রূপ কবিরাজ — ২৫ টাকা (শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ ও শ্রীরূপ কবিরাজের ভাবাদর্শ)। ৮। নিত্যানন্দ চরিতামৃত — ৩০ টাকা। ৯। নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার — ২০ টাকা। ১০। সীতাদ্বৈত তত্ত্ব নিরূপণ — ১০ টাকা (অদ্বৈত প্রভুর পূর্বাবতার বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থ)। ১১। ব্রজমণ্ডল পরিচয় — ২০ টাকা। ১২। অভিরাম লীলামৃত — ৩০ টাকা। ১৩। সখ্যভাবের অষ্টকালীন লীলা স্মরণ — ১০ টাকা। ১৪। সাধকস্মরণ — ২০ টাকা (অষ্টক প্রণাম সন্ধ্যারতি ভোগারতি প্রভৃতি)। ১৫। গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্র পরিচয় — ১০ টাকা। ১৬। নিত্যভজন পদ্ধতি — ৮০ টাকা (বৈষ্ণবীয় পূজা পদ্ধতি, অষ্টক প্রণাম, ভোগারতি, সন্ধ্যারতি ও অধিবাসাদি কীর্ত্তন)। ১৭। পানিহাটীর দণ্ডোৎসব — ১৫ টাকা। ১৮। বিশুদ্ধ মন্ত্র স্মরণ পদ্ধতি — ২০ টাকা। ১৯। ধনঞ্জয় গোপাল চরিত ও শ্যাম চন্দ্রোদয় — ২৫ টাকা (ধনঞ্জয় গোপাল ও পানুয়া গোপালের মহিমা)। ২০। অষ্টকালীন লীলা স্মরণ — ১০ টাকা। ২১। গৌরাঙ্গ লীলা মাধুরী — ২০ টাকা (গৌরাঙ্গ তত্ত্ববিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ)। ২২। অনুরাগবল্লী — ৭ টাকা (শ্রীনিবাসাচার্য্য মহিমা)। ২৩। গৌরাঙ্গ অবতার রহস্য — ২০ টাকা (শ্রীকৃষ্ণের গৌরাঙ্গরূপ ধারণের বৈচিত্রময় রহস্যাদি)। ২৪। শ্যামানন্দ প্রকাশ — ২৫ টাকা। ২৫। সপার্ষদ গৌরাঙ্গলীলা রহস্য — ৮০ টাকা। ২৬। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা — ২০ টাকা।

২৭। নিতাই অদ্বৈত পদমাধুরী — ২০ টাকা (প্রভু নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের মহিমামূলক প্রাচীন পদ)। ২৮। পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ ১ম খণ্ড — ২০ টাকা (নরহরি সরকারের পদাবলী)। ২য় খণ্ড — ৬০ টাকা (নরহরি চক্রবর্ত্তীর গৌরলীলা পদ)। ৩য় খণ্ড — ৪০ টাকা (নরহরি চক্রবর্ত্তীর কৃষ্ণলীলা পদ)। ৪র্থ খণ্ড — ৩০ টাকা (ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর পদাবলী)। ৫ম খণ্ড — ২৫ টাকা (মুরারী গুপ্ত গোবিন্দ মাধব বাসুদেব ঘোষের পদাবলী)। ৬ষ্ঠ খণ্ড — ৫০ টাকা (বলরাম দাসের পদাবলী)। ৭ম খণ্ড — ৪০ টাকা (গোবিন্দ দাসের পদাবলী)। ২৯। অভিরাম বিষয় অপ্রকাশিত গ্রন্থদ্বয় — ২০ টাকা (অভিরাম পটল ও অভিরাম বন্দনা)। ৩০। জগদীশ চরিত্র বিজয় — ২৫ টাকা (জগদীশ পণ্ডিতের জীবন কাহিনী)। ৩১। মনঃ শিক্ষা — ১৫ টাকা। ৩২। মহাতীর্থ চৈতন্যডোবা (ইং) — ৭ টাকা। ৩৪। বিংশ শতাব্দীর কীর্ত্তনীয়া (কীর্ত্তনীয়াগণের পরিচয়) ১ম খণ্ড — ৪০ টাকা। ২য় খণ্ড — ৩০ টাকা। ৩য় খণ্ড — ৩০ টাকা। ৩৫। শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদবর্গের সূচক কীর্ত্তন — ৩০ টাকা। ৩৬। রসিক মণ্ডল — ৫০ টাকা (প্রভু রসিকানন্দের জীবনী)। ৩৭। চৈতন্য শতক — ১০ টাকা (সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যকৃত)। ৩৮। অদ্বৈত প্রকাশ — ৪০ টাকা (অদ্বৈত প্রভুর জীবন কাহিনী)। ৩৯। বৈষ্ণবতীর্থ গ্রাম কাঁচরাপাড়া — ৫ টাকা। ৪০। বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীপাট শ্রীখণ্ড — ১০ টাকা। ৪১। চৈতন্য ভাগবত ও বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের রচনাবলী — ২৫০ টাকা। ৪২। চৈতন্য চন্দ্রামৃত — ২০ টাকা (প্রবোধানন্দ সরস্বতীকৃত)। ৪৩। শ্রীখণ্ডের প্রাচীন কীর্ত্তনীয়া ও পদাবলী — ২০ টাকা। ৪৪। অদ্বৈত মঙ্গল — ৪০ টাকা (অদ্বৈত প্রভুর মহিমামূলক)। ৪৫। গৌরাঙ্গের পিতৃবংশ পরিচয় ও শ্রীহট্ট লীলা — ৩৫ টাকা। ৪৬। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত — ৩০০ টাকা (ব্যাখ্যাসহ)। ৪৭। নেড়ানেড়ি সৃষ্টিরহস্য — ১৫ টাকা। ৪৮। অষ্টকালীন লীলা স্মরণের ক্রমবিন্যাস — ৭ টাকা (অষ্টকালীন লীলার সময় নির্দ্ধারণ)। ৪৯। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী রজত জয়ন্তী সংখ্যা — ২০ টাকা। ৫০। বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীপাট ঝামটপুর — ২০ টাকা। ৫১। সপ্তগ্রামের গৌরাঙ্গ পার্ষদ — ১৫ টাকা। ৫২। শ্রীভক্তিরত্নাকর — ৩০০ টাকা। ৫৩। একাদশী ব্রত মাহাত্ম্য — ১৫ টাকা। ৫৪। শ্রীপাট কুলিয়া মাহাত্ম্য — ১৫ টাকা। ৫৫। গৌরাঙ্গ পার্ষদ ঝড়ু ঠাকুরের জীবন চরিত — ১০ টাকা। ৫৬। পদাবলী সাহিত্যে গৌরাঙ্গ পার্ষদ — ৩০ টাকা (জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসসহ একশত পঁচাত্তর জন বৈষ্ণব পদাবলী লেখকের সবিস্তার জীবন কাহিনী)। ৫৭। শ্রীবংশীবদনের পদাবলী ও বংশী শিক্ষা — ৩০ টাকা। ৫৮। চৈতন্য মঙ্গল — ১৫০ টাকা (শ্রীলোচনদাস বিরচিত)। ৫৯। শ্রীরূপ -

সনাতনের রামকেলি লীলা — ২০ টাকা। ৬০। প্রভু অদ্বৈতের শান্তিপুর লীলা ও রাসোৎসব — ১০ টাকা। ৬১। জয়দেব ও গীতগোবিন্দ — ২০ টাকা। ৬২। তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র নাম জপ ও কীর্ত্তন বিধান — ২০ টাকা। ৬৩। সপার্ষদ ঠাকুর নরোত্তম পদাবলী — ৩০ টাকা। ৬৪। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রোদয়াবলী — ৬০ টাকা (শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের প্রেমদাসকৃত বঙ্গানুবাদ)। ৬৫। শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথলীলা — ২৫ টাকা। ৬৬। শ্রীক্ষেত্রে গৌরাঙ্গলীলা — ২৫ টাকা। ৬৭। শ্রীপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকা — ৩০ টাকা (ব্যাখ্যাসহ)। ৬৮। নরোত্তম বিলাস — ৬০ টাকা। ৬৯। শ্রীনিবাস আচার্য্য বিষয়ক রচনাবলী (যন্ত্রস্থ)। ৭০। সংকল্প কল্পদ্রুমের বঙ্গানুবাদ — ৩০ টাকা। ৭১। শ্রীনিবাস নরোত্তমের ব্রজমণ্ডল ও নবদ্বীপ দর্শন — ২০ টাকা। ৭২। শ্রীগুরুদেবই প্রেমকল্পতরু — শ্রীতুলসীদাস বাবাজী — ২৫ টাকা। ৭৩। বৈষ্ণবতীর্থ অগ্রদ্বীপ — ১০ টাকা।

(শ্রীনিবাস আচার্য্য গুনলেশ সূচক ঃ কর্ণানন্দ, অনুরাগবল্লী প্রভৃতি)।

— —

শ্রীগৌর গোবিন্দের লীলারস আস্বাদনে

বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থ পড়ুন।

জীবনীসহ অদ্যাবধি প্রকাশিত গ্রন্থ

১। নরহরি সরকারের পদাবলী — ভিক্ষা ৬০ টাকা (শ্রীগৌরলীলা ৬৩৭টি পদ)। ২। নরহরি চক্রবর্ত্তীর পদাবলী — ভিক্ষা ৬০ টাকা (শ্রীগৌরলীলা ৬৩৭টি পদ)। ৩। নরহরি চক্রবর্ত্তীর পদাবলী — ভিক্ষা ৪০ টাকা (শ্রীকৃষ্ণলীলা ৪৫৯টি পদ)। ৪। ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর পদাবলী — ভিক্ষা ৩০ টাকা (শ্রীগৌরলীলা ৬৯, শ্রীকৃষ্ণলীলা ২৬৫টি পদ)। ৫। মুরারী গুপ্ত গোবিন্দ ঘোষ বাসুদেব ঘোষের পদাবলী — ভিক্ষা ২৫ টাকা। ৬। বলরাম দাসের পদাবলী — ভিক্ষা ৫০ টাকা (১৮৫টি পদ)। ৭। শ্রীখণ্ডের প্রাচীন কীর্ত্তনীয়া ও পদাবলী — ভিক্ষা ২০ টাকা (১১ জন পদকর্ত্তার পদাবলী)। ৮। লোচন দাসের ধামালী ও পদাবলী — ভিক্ষা ৩০ টাকা (১৬৮টি পদ)। ৯। গোবিন্দ দাসের পদাবলী — ভিক্ষা ১২০ টাকা।

শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর শ্রীপাট দর্শনে আসুন

শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর শ্রীপাট ও কুমারহট্ট শ্রীবাসাঙ্গন

কুমারহট্ট শ্রীবাস ভবনে গৌরাঙ্গের আগমন লীলা

পথ নির্দেশ ঃ-

শিয়ালদহ / রানাঘাট রেলপথে নৈহাটী অথবা কাঁচড়াপাড়া স্টেশন নামিয়া ৮৫নং বাসযোগে হালিশহর "শ্রীচৈতন্য ডোবা" স্টপেজ নামিলেই শ্রীমন্দির।

বাসে শিয়ালদহ / শ্যামবাজার / বারাকপুর হইতে ৮৫নং বাসরুটে এখানে আসা যায়।